CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-175 ■ 3 April, 2025 ■ আগরতলা ৩ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ২০ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশজুড়ে আন্দোলনের হুমকি মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের

লোকসভায় পেশ হলো ওয়াকফ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.)।। বিবেচনা ও পাসের জন্য বুধবার লোকসভায় পেশ হল ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল। এদিন লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজু এদিন বলেছেন, 'আমি বলতে চাই, উভয় কক্ষের যৌথ কমিটিতে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে কখনও হয়নি। আমি যৌথ কমিটির সকল সদস্যকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। এখনও পর্যন্ত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজ্যধারীদের মোট ২৮৪ জন প্রতিনিধি কমিটির সামনে নিজেদের মতামত এবং পরামর্শ উপস্থাপন করেছেন। ২৫টি রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ওয়াকফ বোর্ডগুলিও তাদের মতামত উপস্থাপন করেছে।'

কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, 'আমি কেবল আশা করি না, বরং আমি নিশ্চিত যে, যারা এই বিলের বিরোধিতা করছেন তাদের হৃদয়েও পরিবর্তন আসবে। সবাই ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এই বিলকে সমর্থন করবেন।' রিজিজু আরও বলেন, '২০১৩ সালে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যা আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলবে। ২০১৩ সালে, আইনটি পরিবর্তন করে শিখ, হিন্দু, পার্সি এবং অন্যান্যদের ওয়াকফ তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সকলেই জানেন যে, ওয়াকফ হল মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নামে ওয়াকফ তৈরি করা। এই পরিবর্তনটি ২০১৩ সালে কংগ্রেস করেছিল। কংগ্রেস বোর্ডগুলিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল, শিয়া বোর্ডগুলিতে কেবল শিয়াদের... একটি ধারা যুক্ত করা হয়েছিল যে ওয়াকফের প্রভাব অন্য সকল আইনের উপর পড়বে। এই ধারাটি কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?' রিজিজুর কথায়, 'ওয়াকফ বোর্ডের ভূমিকা হল মুতাওয়াল্লি এবং ওয়াকফ বিষয়গুলি পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করা। এটি সম্পূর্ণরূপে শাসন এবং তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বিধান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমস্ত বিরোধীদল বিলের বিরুদ্ধে ঃ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.)।। সমগ্র বিরোধী দল ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস সাংসদ কে সুরেশ। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে সুরেশ বলেছেন, 'বিরোধী দল হিসেবে আমরা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করব।' তিনি বলেছেন, 'সমগ্র বিরোধী দল এই বিলের বিরুদ্ধে। যৌথ সংসদীয় কমিটির আমাদের সদস্যরাও এই বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গতকাল, ইন্ডি জোটের নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

উল্লেখ্য, লোকসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার বেলা ১২টায় বিলটি লোকসভায় পেশ হওয়ার কথা। রাজ্যসভায় এটি পেশ হতে পারে বৃহস্পতিবার। লোকসভায় দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাটে বাজি কারখানায় বিস্ফোরন মৃত্যু বেড়ে ২১

বনাসকাঁঠা, ২ এপ্রিল (হি.স.)।। গুজরাটের বনাসকাঁঠায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২১। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ১৮। বুধবার সকালে বনাসকাঁঠার কালেক্টর মিহির প্রবীণকুমার প্যাটেল বলেছেন, মোট ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। কালেক্টর জানিয়েছেন, 'নিহত শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস এবং হরদা জেলার বাসিন্দা। নিহতদের পরিবারও গতকাল দিসা সিভিল হাসপাতালে উপস্থিত ছিল। দেওয়াস জেলার ১০ জনের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর, মৃতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে তাদের জন্মস্থানে পাঠানো হয়েছে। হরদা জেলা থেকে স্থানীয় প্রশাসনের একটি দলও দিসা সিভিল হাসপাতালে পৌঁছেছে। শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষে, হরদা জেলার আটজন নিহতকে তাদের জন্মস্থানে পাঠানো হবে।'

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সচিবালয়ে টাস্কফোর্সের সভায়

রাজ্যে শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে প্রচারে গুরুত্বারোপ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হওয়ায় রাজ্যে বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। রাজ্যে রাবার, আগর, আনারস ও বাঁশভিত্তিক শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে। তাই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে প্রচারের উপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। বুধবার সচিবালয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের বিনিয়োগের প্রচারের লক্ষ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রকের উচ্চস্তরীয় টাস্কফোর্সের প্রস্তুতি সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকার বিনিয়োগকারীদের সুবিধা প্রদানে ল্যান্ড রিফর্মস সহ ইজ অব ডুইং বিজনেসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা বিনিয়োগকারীদের নজরে নিয়ে আসতে হবে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিনিয়োগকারী সংস্থার সাথে রাজ্য সরকারের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিনিয়োগকারী সংস্থার সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হলেও তা বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ রাজ্যে বিনিয়োগের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২১ ডিসেম্বর আগরতলায় অনুষ্ঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের ৭২তম প্লেনারি বৈঠকে এই উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই টাস্ক ফোর্সের আহ্বায়ক করা হয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহাকে। এই টাস্ক ফোর্স আগামী সেপ্টেম্বর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য অব্যয়িত অর্থরাশি ব্যবহারের দাবিতে সংসদে বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। বিভিন্ন প্রকল্প থেকে অব্যায়িত অর্থরাশি নির্ধারিত সময়ের পর ফরতের বদলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবহারের দাবিতে লোকসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন বিপ্লব কুমার দেবকে আশ্বস্ত করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া জানান, কেন্দ্রীয় ৫৪ টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১০ শতাংশ গ্রস বাজেটারি সাপোর্ট (জিবিএস) সমস্ত কার্য্যবিধির উপরে নজর রাখে ন উত্তর পূর্বাঞ্চলিয় রাজ্য গুলির সার্বিক বিকাশে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের। বিগত ৩ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪ টি দপ্তরের বরাদ্দ পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে ১০৬ শতাংশ অধিক বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। তিনি আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সাংবাদিকের উপর হামলা প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। মঙ্গলবার পৃথক দুই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের রোষানলের শিকার হয়েছেন সোনামুড়া মহকুমার দুই কর্মরত সাংবাদিক। শুধুমাত্র দুর্ব্যবহার বা গালিগালাজ নয়, দু'জনকেই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আক্রান্ত দুই সাংবাদিক।

প্রথম ঘটনা ঘটে মেলাঘরের ঠাকুরপাড়া চৌমুহনী এলাকায়। স্থানীয় প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকার এজেন্ট সঞ্জয় আচার্য্য প্রতিদিনের মতো সংবাদপত্র বিতরণ করছিলেন। এসময় হিম্মতপুর এলাকার বাসিন্দা কান্তি সরকার তাকে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক মন্তব্য করতে থাকেন এবং তার পরিচয় জানতে চান। সাংবাদিক সঞ্জয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক

চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ফল প্রকাশের সম্ভাবনা ঃ পর্ষদ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ডা. ধনঞ্জয় গণচৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার চলতি এ মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বের হতে পারে। আজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক খাতা মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে এ কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিন তিনি আরও বলেন, চারটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকের উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সেগুলো হল, বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়, কামিনী কুমার স্মৃতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিজয় কুমার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। অন্যদিকে মহারাণী বড়দোয়ালী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্রের মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

জাল আয়ের শংসাপত্র ব্যবহার করে এসটি বৃত্তির জন্য আবেদন, ৩৪ জনকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল(এনএসপি)-র মাধ্যমে জাল আয়ের শংসাপত্র ব্যবহার করে ২০২৩-২৪ সালের জন্য এসটি পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তির জন্য আবেদন করার অভিযোগ পাওয়ার পর, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে এবং তাদের প্রতিক্রিয়া জমা দেওয়ার জন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পরিচালক শুভাশীষ দাস বলেন যে, উপযুক্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে, সংযুক্তি-১ অনুসারে তালিকাভুক্ত ৩৪ জন শিক্ষার্থী জাতীয় বৃত্তি পোর্টাল (এনএসপি) এর মাধ্যমে ২০২৩-২৪ সালের জন্য এসটি পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তির জন্য আবেদন করেছিলেন, জাল আয়ের শংসাপত্র আপলোড করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট অধিকারীক আরো বলেন, বৃত্তি অনুদান আত্মসাৎ করার জন্য এই ধরনের জাল আয়ের শংসাপত্র তৈরি করা জনসাধারণের অর্থের অপব্যবহার, নথি জালিয়াতি এবং বৃত্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সাথে প্রতারণার শামিল, এবং তাই এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। তাই, এখন ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে। যে কেন তাদের বিরুদ্ধে এনএসপি-এর মাধ্যমে জাল আয়ের শংসাপত্র জমা দেওয়ার জন্য এফআইআর দায়ের করা হবে না।

শ্রী দাস আরো বলেন, যে তারা শিক্ষার্থীদের কারণ দর্শানোর জন্য ১৫ দিনের সময় দিয়েছেন। তাদের কাছে যদি কোনও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় কংগ্রেসের ডেপুটেশনকে ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। পাঁচ মাসের বকেয়া রেগার মজুরি প্রদানের দাবিতে ডুম্বুর নগর আরডি ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক আধিকারিককে ডেপুটেশন প্রদান করেন কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেস। ডেপুটেশন প্রদান করার পূর্বে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের মিছিলটি মহকুমা সদর এলাকা পরিক্রমা করে ডুম্বুর নগর আরডি ব্লকে প্রবেশের পথে পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়েছেন কংগ্রেস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। একবছর ধরে প্রচন্ড পানীয় জলেট কষ্টে ভুগছেন এলাকাবাসী। একাধিকবার প্রশাসনের নিকট সমস্যা সমাধানের আর্জি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে কুমারঘাট- কৈলাসহর জাতীয় সড়কের চন্ডিপুর বিধানসভার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং এলাকায় গ্রামবাসীরা অবরোধে বসেন। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত একবছর ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন চন্ডিপুর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৩ দিন রাজ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল।। আগামি ৪,৫ এবং ৬ এপ্রিল রাজ্যের সবকটি জেলায় বৃষ্টিপাত সহ বজ্রপাতের হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। পাশাপাশি তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর থেকে আরও জানিয়েছে, আজ উত্তর জেলাগুলিতে খুব হালকা বৃষ্টি হয়েছে এবং গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার বাকি জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করবে। আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় কোন বড় পরিবর্তন নেই এবং এটি স্বাভাবিকের উপরে ছিল। আগামী তিনদিন ত্রিপুরার সব জেলায় বৃষ্টিপাত এবং বজ্রবিদ্যুতের হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ৩ এপ্রিল,২০২৫ ইং
২০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশৎনীতি নিয়া প্রশ্ন

ভারত ও বাংলাদেশ প্রতিবেশী দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো উন্নত হোক সেটাই চাইছেন উভয় দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ। গত কয়েক মাস ধরিয়া যে অচলবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দুই দেশের ঐক্য সংহতি ও সৌহার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এইসব সমস্যার সমাধান করিয়া উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের হৃতগৌরব ফিরাইয়া আনা জরুরী।বাংলাদেশে ২৪-এর জুলাই জামাতের মদতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জেরবার হইয়া শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা সহ তাঁহার সাবেক সরকারের একাধিক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা। তদারকি সরকারের সঙ্গে শীতল সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে নয়াদিল্লির।হিন্দু সংখ্যালঘু নির্য্যাতন নিয়া সরব হয় মোদী সরকার। শেখ হাসিনাকে নিরাপদ আশ্রয় দেয় নয়াদিল্লি। সাবেক হাসিনা সরকারের একাধিক মন্ত্রী, আমলা-পুলিশ কর্তা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের একাংশ এখন ভারতে। পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, নয়াদিল্লি, উত্তরপ্রদেশে অনেকেই গোপন আস্তানা গড়িয়াছেন। বাংলাদেশের ঘটনাবলির পর আচমকা নয়াদিল্লির বিদেশ দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনকে পর্যটন ভিসা বন্ধ রাখা ও মাত্র ১ হাজার সর্বোচ্চ মেডিকেল ভিসা দেওয়ার কথা জানানো হয়। এরপর ভারতীয় হাইকমিশন দীর্ঘ ৯ মাস ধরিয়া পর্যটন ভিসা বন্ধ ও অতীতের চাইতে মাত্র ১০ শতাংশ মেডিকেল ভিসা প্রদান করিয়া চলিয়াছে।এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলকাতায়। বাংলাদেশি পর্যটক শূন্য পরিস্থিতি কলকাতার বাজারেও প্রভাব ফেলিয়াছে। বাংলাদেশি পর্যটক শূন্য হওয়ায় কলকাতা সহ বিভিন্ন রাজ্যে দোকান-বাজারে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছে। গাড়ি, পর্যটন ও হোটেল ব্যবসাও বাংলাদেশিদের অভাবে মার খাইতেছে। শুধু তাই নয়, কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায় বে-সরকারি হাসপাতালের বাণিজ্যে প্রভাব ফেলিয়াছে বিদেশ দপ্তরের বাংলাদেশ নীতি।

বাংলাদেশে তদারকি সরকারের সঙ্গে শীতল সম্পর্কের জেরে বাংলাদেশের সাধারন মানুষ, পর্যটকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কূটনীতি নিয়া প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন, বানিজ্য, হাসপাতাল, সর্বক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। তাই বাংলাদেশ নিয়া বিদেশ দপ্তরের ভিসা নীতি আবার বিবেচনার দাবি উঠিতে শুরু করিয়াছে। অতীতের মতো পর্য্যাপ্ত ভিসা প্রদানের দাবি উঠিতে শুরু করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কানেও বাংলাদেশ ভিসা নীতির বিষয়ে ক্ষোভের পারদ পড়িতে শুরু করিয়াছে। ভিসা নীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতায় ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হইয়াছে। বিদেশ দপ্তর বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে বর্তমান ভিসা নীতির পূর্ণবিন্যাস করিবেন বলিয়াই আশায় কলকাতার বাণিজ্য মহল। হাসপাতালেও রোগীর ভিড় কমিয়াছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এর প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়িতেছে। বিশাল অভাবে পর্যটকরা ভারতে আসিতে পারিতেছেন না। ফলে পর্যটন ক্ষেত্রে আয় কমিতেছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাইতেছেন। সবদিক বিচার বিবেচনা করিলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়িয়ে তোলাই জরুরী।

মহাকাশে থাকলে নভোচারীদের শরীরে কী কী প্রভাব পড়ে

কাজী আকাশ

মহাকাশ ভ্রমণ! পৃথিবীকে দূর থেকে দেখা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অনেকেই এই স্বপ্ন দেখেন। তাঁর মধ্যে গুটিকয়েক মানুষের স্বপ্ন পূরণ হয়। কিন্তু সমস্যা একটাইআমাদের দেহ পৃথিবীর মহাকর্ষের (গ্র্যাভিটি) জন্য মানানসই। কিন্তু মহাকাশে গিয়ে নভোচারীরা ওজনহীন অনুভব করেন।

অনেকের ধারণা, এর কারণ মহাকাশে কোনো মহাকর্ষ নেই। তাই এরকম ওজনহীন হয়ে শূন্যে ভাসেন নভোচারীরা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মহাকাশে মহাকর্ষ থাকে ঠিকই, কিন্তু তার পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ। একে বলা হয় মাইক্রোগ্র্যাভিটি। আসলে নভোচারীদের শূন্য ভাসার কারণ নভোযানসহ নভোচারীরা পৃথিবীর দিকে মুক্তভাবে অবিরাম পড়ে যাচ্ছেন। সেইসঙ্গে উচ্চ বেগে একদিকেও সরে যাচ্ছেন।

যাই হোক, মহাকাশের এরকম ওজনহীন পরিবেশে (মাইক্রোগ্র্যাভিটি) দীর্ঘ সময় কাটালে শরীরে নানা পরিবর্তন আসে। সেগুলো কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে অনেক বছর লেগে যেতে পারে।

সম্প্রতি দুই মার্কিন নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোর ৯ মাস মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। যদিও তাঁরা মাত্র ৮ দিনের জন্য গিয়েছিলেন মহাকাশে। কিন্তু আকস্মিকভাবে সেটি নয় মাসের দীর্ঘ যাত্রায় পরিণত হয়! এখন তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীতে আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দাঁড়িয়ে থাকতেও পেশির ব্যবহার হয়। কিন্তু মহাকাশে তা প্রয়োজন নেইসবকিছু প্রায় ওজনহীন! ফলে শরীর ধীরে ধীরে পেশির শক্তি হারাতে থাকে।

মহাকাশে দীর্ঘদিন কাটালে দেহের কিছু স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের দেহ পৃথিবীর মতো পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য তৈরি, কিন্তু মহাকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জায়গা। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়ালেসের অধ্যাপক ড্যামিয়েন বেইলি বলেন, 'মহাকাশ হলো মানবজাতির জন্য সবচেয়ে চরম পরিবেশ। আমরা এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিবর্তিত হইনি।'

তবে মহাকাশে প্রথম দিকে এই পরিবর্তনগুলো বেশ আনন্দদায়ক মনে হতে পারে। ব্রিটিশ নভোচারী টিম পিক ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে মনে হয় যেন ছুটি কাটাচ্ছি। হৃদপিণ্ড কম পরিশ্রম করছে, পেশি ও হাড়ের ওপর চাপ নেই, আর পুরো শরীর একদম হালকা হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে!' কল্পনা করুন, আপনি দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে আছেন, কিন্তু কখনো উঠতে হচ্ছে না। মহাকাশের ওজনহীন পরিবেশ অনেকটা তেমনই। তবে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোটেও সুখকর নয়। পৃথিবীতে আমাদের শরীর প্রতিনিয়ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। দাঁড়িয়ে থাকতেও পেশির ব্যবহার হয়। কিন্তু মহাকাশে তা প্রয়োজন নেইসবকিছু প্রায় ওজনহীন! ফলে শরীর ধীরে ধীরে পেশির শক্তি হারাতে থাকে। ব্যবহার না করলে যে কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে যায়, পেশির জন্য এ কথাটা একদম সত্যি। মহাকাশে থাকার সময় নভোচারীরা প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করেন, যাতে তাঁদের শরীর স্বাভাবিক থাকে। ব্যায়ামের মধ্যে থাকে ট্রেডমিল, সাইকেলিং এবং ওজন তোলার মতো কার্য্যক্রম। তবু পৃথিবীতে ফিরে আসার পর তাঁদের পেশিশক্তি পুরোপুরি ফিট হতে কয়েক মাস লেগে যায়।

শুধু পেশিই নয়, হাড় এবং হৃদপিণ্ডও দুর্বল হয়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণ না থাকলে হাড়ের ওপর চাপ পড়ে না, ফলে হাড় ধীরে ধীরে ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণত, শরীরের কোষ পুরোনো হাড়কে ভেঙে নতুন হাড় তৈরি করে। কিন্তু মহাকাশে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক বেইলি বলেন, 'প্রতি মাসে নভোচারীদের হাড় ও পেশি প্রায় ১ শতাংশ ক্ষয় হয়'।

তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, পৃথিবীতে ফিরে আসার পর হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে বছরের পর বছর লেগে যায়। অনেকের শরীর পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ও না। মহাকাশে ভ্রমণকে কি নিরাপদ যাত্রা বলা যায়? প্রশ্নটা এখন বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে নভোচারীদের মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে যেতে আসতে সময় লাগবে প্রায় তিন বছর।

হৃদপিণ্ডের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে আমাদের হৃদপিণ্ডকে রক্ত মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে টেনে তুলতে হয়। কিন্তু মহাকাশে সেই পরিশ্রম করতে হয় না, ফলে হৃদপিণ্ডও দুর্বল হয়ে পড়ে।

এছাড়া, মহাকাশে শরীরের তরল পদার্থ ওপরের দিকে উঠে যায়। কারণ, মধ্যাকর্ষণ না থাকায় তা আর নিচের দিকে নামতে পারে না। ফলে মুখ ফোলা ফোলা দেখায়। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হলো, মস্তিষ্কে চাপ বেড়ে যায়। বদলে যায় চোখের গঠন। এমনকি দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হয়ে যেতে পারে! বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'স্পেসফ্লাইট-অ্যাসোসিয়েট নিউরো-অকুলার সিনড্রোম'। মাঝেমধ্যে দেহের এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। নভোচারীদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ। নভোচারীরা যখন পৃথিবীতে ফেরেন, তখন শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, দেহেও ভেতরেও পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো বদলে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষমতা। টিম পিক বলেন, 'ফিরে আসার পর দুই-তিন দিন হাঁটা, দাঁড়িয়ে থাকাসব কিছুই কষ্টকর। তখন মাথা ঘোরে, ভারসাম্য ঠিক থাকে না।'

মহাকাশে কোনো দিক-নির্দেশনা নেই, ওপর-নিচে বলে কিছু হয় না। ফলে পৃথিবীতে ফেরার পর দেহকে নতুন করে মধ্যাকর্ষণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

তাহলে সুনিতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোরের জন্য কী অপেক্ষা করছে? তাঁরা আপাতত এখন বিশ্রামে আছেন। কিন্তু তাঁদের সামনে রয়েছে কঠোর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তাঁদের পেশিশক্তি ঠিক হতে কয়েক মাস লেগে যাবে। হাড়ের ঘনত্ব আগের অবস্থায় ফিরতেও সময় লাগবে। এমনকি দেহের কিছু পরিবর্তন কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না!

মাঝেমধ্যে দেহের এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। নভোচারীদের জন্য এটা বড় চ্যালেঞ্জ। নভোচারীরা যখন পৃথিবীতে ফেরেন, তখন শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, দেহেও ভেতরেও পরিবর্তন দেখা যায়। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ নভোচারী হেলেন শারম্যান বলেন, 'হাড় ঠিক হতে কয়েক বছর লেগে যায়, কিন্তু নতুনভাবে গঠিত হাড় হয়তো কখনোই আগের মতো শক্তিশালী হবে না।'

তাহলে মহাকাশে ভ্রমণকে কি নিরাপদ যাত্রা বলা যায়? প্রশ্নটা এখন বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে নভোচারীদের মঙ্গল গ্রহে পাঠানোর পরিকল্পনা চলছে। সেখানে যেতে আসতে সময় লাগবে প্রায় তিন বছর। এতদিন মহাকাশে থাকলে মানুষের শরীরের কী অবস্থা হবে? নাসার গবেষকরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। তাঁরা চেষ্টা করছেন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে, যাতে নভোচারীদের শরীরে ক্ষতি কম হয়। সবমিলিয়ে, মহাকাশে ভ্রমণ অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। তবে এটি মানুষের শরীরের জন্য সহজ কিছু নয়। পেশি ও হাড়ের ক্ষতি, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তনএসব মোকাবেলা করা বিজ্ঞানীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

ওয়ানডে সিরিজ: এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিউজিল্যান্ডের

হ্যামিলটন, ২ এপ্রিল (হি.স.): নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারের পর এবার ওয়ানডে সিরিজও হারল পাকিস্তান। বুধবার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে ৮৪ রানে হারাল কিউইরা। নিউজিল্যান্ডের জয়ের নায়ক কিউই পেসার বেন সিয়ার্স। কেরিয়ারে প্রথমবার পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি।

হ্যামিলটনে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নিউজিল্যান্ড—এর শুরুটা ছিল ভালো। ওপেনিং জুটিতে ৫৪ রান হওয়ার পর ১০০ রানের মধ্যেই ৩ উইকেট হারায় ব্রেসওয়েলের দল।এরপর কিউই উইকেটরক্ষক মিচেল হে এবং মোহাম্মদ আব্বাস দলের হাল ধরেন। আব্বার ৬৬ বলে ৪১ রানে আউট হলেও, হে ৭৮ বলে ৯৯ রানে অপরাজিত থাকেন। আর ওপেনিংয়ে নিক কেলি ২৩ বলে করেন ৩১ রান। এছাড়া আর কেউ ভালো রান করতে পারেননি।

৫০ ওভারে ৮ উইকেটে নিউজিল্যান্ড সংগ্রহ করে ২৯২ রান। পাকিস্তানের হয়ে ২টি করে উইকেট নেন মোহাম্মদ ওয়াসিম এবং সুফিয়ান মুকিম। ২৯৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২০৮ রানে থামে পাকিস্তানের ইনিংস। পাকিস্তান দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন ফাহিম ৭৩ এবং নাসিম শাহ ৫১।

জেকব ডাফি এবং বেন সিয়ার্স,এই দুই পেসার মিলেই নেন ৮ উইকেট। ডাফি ৩৫ রানে ৩ উইকেট আর সিয়ার্স ৯.২ ওভারে ৫৯ রানে ৫ উইকেট নেন।

শনিবার (৫ এপ্রিল) সিরিজের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে এই দুই দল।

আইপিএল ২০২৫: অরেঞ্জ ক্যাপ এখনও এলএসজির নিকোলাস পুরানের, পার্পল ক্যাপ সিএসকের নূর আহমদের দখলে

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী হিসেবে এখনও পর্যন্ত লখনউয়ের নিকোলাস পুরান অরেঞ্জ ক্যাপ ধরে রেখেছেন। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংস এর বিরুদ্ধে ৪৪ রানের ইনিংসের সুবাদে তার মোট রান এখন ১৮৯, রয়েছেন শীর্ষ স্থানে। এরপরেই আছেন পাঞ্জাব কিংসের শ্রেয়শ আইয়ার(১৪৯), গুজরাট টাইটান্সের সাই সুদর্শন (১৩৭) এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের ট্রাভিস হেড (১৩৬)। পুরান যেভাবে আইপিএলে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছেন তাতে এবারের আইপিএলে তার অরেঞ্জ ক্যাপ পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

আর বোলিংয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিরা পার্পল ক্যাপ পেয়ে থাকেন। এখনো পর্যন্ত চেন্নাই সুপার কিংসের নুর আহমেদ ৯ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপের শীর্ষে রয়েছেন। দিল্লি ক্যাপিটালসের মিচেল স্টার্ক ৮ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। আর লখনউয়ের শার্দুল ঠাকুর ও চেন্নাই সুপার কিংসের খলিল আহমেদ ৬ উইকেট নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার বাবা

কুলতলি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : নাবালিকা মেয়েকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ সৎ বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য। নাবালিকা ও তার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সৎ বাবাকে গ্রেফতার করেছে কুলতলি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার কৈলাস নগরের ঘটনা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ৪ বছর আগে বাবা মারা যায় ওই নাবালিকার। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর নাবালিকার মা আরেকজনকে বিয়ে করেন। অভিযোগ নাবালিকার মা কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই নানা অছিলায় নাবালিকাকে ভয় দেখিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করত সৎ বাবা। এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললে প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগ নাবালিকার। সম্প্রতি নাবালিকার শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে তাঁর মার কাছে সব কথা খুলে বলে সে। মা সব শুনেই মঙ্গলবার রাতে মেয়েকে নিয়ে কুলতলি থানায় যান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর

শ্যামসুল হক

কিছুদিন আগেও আমাদেরই অতি পরিচিত বাংলার সমগ্র গদ্যসাহিত্যই সুখপাঠ্য হিসেবে তেমন একটি গ্রহণযোগ্য ছিল না। সঙ্গত কারণেই তাই সাধারণ মানুষজনের কাছে সেই ভাষা তেমন একটা সুমধুর ভাষা হিসেবে বিবেচিত হয়ে ওঠার সুযোগ ও পায়নি। বস্তুতঃ সেই বিষয় নিয়ে কেউ তেমন একটা মাথা ঘামানোর চেষ্টাও করেননি। আর সেইভাবে কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছরও। তাই গতানুগতিক ধারায় চলে যাচ্ছিল দিনও। সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় এই বাংলারই কৃতী সন্তান বিখ্যাত চিন্তাবিদ তথ্য আমাদেরই অতি পরিচিত মাতৃভাষা একনিষ্ঠ ভক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সেটা একেবারে মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার সংস্কারের উদ্দেশ্যেই তিনি একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। বলাই বাহুল্য, সেই সময় সেই চিন্তা তাঁর মনের গভীরে এমনই ভাবাবেগের জন্ম দিয়েছিল যে, তাকে পরিমার্জিত করে সাহিত্যের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়েও উঠেছিলেন। ফলে হাজারো কাজের ভীড়ে সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করেও নিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় জনকল্যাণমূলক নানান কাজের মধ্যেই তাঁর কেটে যাচ্ছিল দিনের অধিকাংশ সময়ও। কিন্তু তবুও আহার নিদ্রা ভুলে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই ঈঙ্গিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। আর সেই কাজে তিনি প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত গদ্যকার অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও তাঁকে এই ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আবার এই বিষয়ে কেরী সাহেবের ভূমিকাও যে ছিল বিশাল সেটাও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আধুনিকীকরণের হোতা এই মানুষটির জন্ম ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তখন বীরসিংহ গ্রাম অবশ্য ছিল হুগলি জেলার অধীনে। পরে সেটা অন্তর্ভূক্ত হয় মেদিনীপুরের মধ্যে। তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার শুরু তাঁর গ্রামেরই পাঠশালায়। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। ১৮৪১ সালে সেখানকার পাঠ শেষ করে তিনি মন বসাতে শুরু করেন লেখালেখির কাজে। ১৮৪৭ সালে লিখে ফেলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ বেতার পঞ্চবিশংতি। আর সেই বইটাই তাঁকে এমনই প্রতিষ্ঠা এনে দেয় যে, তারপরই একে একে প্রকাশিত হতে থাকে বোধদয়, শকুন্তলা, বাংলার ইতিহাস, কথামালা, সীতার বনবাস, আখ্যান মঞ্জরী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ। সেখানেই কিন্তু শেষ নয়, তাঁরই লেখা বাংলা সাহিত্যের আরও দুই মূল্যবান সম্পদ উপক্রমণিকা এবং ব্যাকরণ কৌমুদি সেই সময় ভীষণভাবেই সমাদৃত হয়ে উঠেছিল। সব শ্রেণির পাঠক পাঠিকাদের কাছেই। ব্যস, তারপরই তিনি অতিক্রম করতে থাকেন উন্নতির একটার পর একটা সিঁড়িও। আর সেইভাবে চলতে চলতে বিদ্যাসাগর পদবীটিও অতি সহজেই অর্জন করাও সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। তখন তিনি সমাজের সবশ্রেণির মানুষেরই একেবারে কাছের জন হিসেবে পরিচিত হয়েও উঠেছিলেন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃতি কলেজের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। তার ঠিক এক বছর পরই আবার হয়ে ওঠেন সেই কলেজের অধ্যক্ষও। ফলে তাঁর কর্তব্যও বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। তিনি বহুদিন ধরেই চাইছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার এবার আমূল পরিবর্তন ঘটাবেন। এবার সুযোগ পেয়ে সেই কাজেই মন বসাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। অতএব শিক্ষার প্রসার ঘটানোর দিকেই তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এগিয়েও চলেন দুর্বার গতিতেই। সেই সময় স্কুল এবং কলেজের পাঠ্য তালিকাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন তিনি। আর সেই দায়িত্বটাও তিনি নিয়ে নেন নিজেরই হাতে। সাহিত্যের পাশাপাশি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন ও হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তাভাবনার অন্য আর এক দিকও। স্ত্রী শিক্ষার দিকেও বিশেষ নজর দেন তিনি। স্থাপন করেন মেয়েদের কয়েকটি স্কুলও। আর সেজ্যই তাঁর নিজস্ব আয়ের বেশ খানিকটা অংশ ব্যয় করতে হয়েছিল কেবলমাত্র জনকল্যাণেরই উদ্দেশ্যে। ১৮৫৮ সালে সরকারি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিতি সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থই দান করেছিলেন বিভিন্ন দুস্থ সংস্থা এবং দুঃখী মানুষজন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেই তখন তিনি স্থাপন করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেট্রোপলিটন কলেজ। তাঁরই স্মৃতি রক্ষার্থে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্যাসাগর কলেজ নামে। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য হিসেবেও বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ১৮৮০ সালে ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করে সিআইই উপাধি। শিক্ষা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তাঁর অসাধারণ ভূমিকার কথা মনে রেখেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও বিভিন্ন সময়ে তিনি অর্জন করেছেন সম্মানজক অনেক খেতাবও।

(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

রিচার্ড ফাইনম্যানের ভাষ্যে মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণার গুরুত্ব

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এর বিষয়বস্তু। আর বিদ্যুতের মতো ইন্টারেস্টিং বিষয় আর কটি আছে? ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মধ্যকার এই আকর্ষণ বল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই যেকোনো সাধারণ পদার্থের সব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ফলে দারুণ এক ভারসাম্যে চলে আসে। সব ধনাত্মক চার্জ একজোট হয়ে সব ঋণাত্মক চার্জকে আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল কেউ বিদ্যুতের এই অদ্ভুত কাজকর্ম খেয়ালই করেনি। মাঝেমধ্যে অ্যাম্বারের টুকরোকে কোনো কারণে ঘষলে, সেটা যখন একটুকরো কাগজকে আকর্ষণ করত, তখন হয়তো তারা এর কিছুটা টের পেত। কিন্তু এখন এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি, এর ভেতরে বিস্ময়কর পরিমাণের দক্ষযজ্ঞ চলছে। অথচ আজও বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না আমরা। একটা উদাহরণ দিই। শিশু-কিশোরদের জন্য ফ্যারাডের ৬ খণ্ডের একটা ক্রিসমাস লেকচার সিরিজ আছে। নাম, কেমিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যা ক্যান্ডেল। ফ্যারাডের এই লেকচারের মূল বক্তব্য হলো, আপনি যা ইচ্ছা, যেকোনো কিছুর দিকে তাকান। ভালো করে লক্ষ করলে ঠিকই বুঝতে পারবেন, পুরো মহাবিশ্বটার সঙ্গেই এর একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। আপনি সেই যোগাযোগটাকেই দেখছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন। সে জন্য মোমবাতির সবগুলো বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে ফ্যারাডে এর দহন, রসায়ন ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছিলেন। বইটার ভূমিকায় ফ্যারাডের জীবন ও তার কিছু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, রাসায়নিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরমাণুর সংখ্যাকে তাদের যোজনী দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তার সমানুপাতিক। আরও লেখা হয়েছে, তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো এখন ক্রোম প্লেটিং, অ্যালুমিনিয়ামের অ্যানোডিক কালারিং এবং শিল্পক্ষেত্রে এরকম আরও ডজনখানেক কাজে ব্যবহৃত হয়। কথাটা আমার একদম পছন্দ হয়নি। তিনি বলেছিলেন, 'পরমাণু কিছু কিছু উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে জড়িত। তাদের সবচেয়ে দারুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটা হলো তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক সম্পর্ক।' তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণু কীভাবে একসঙ্গে থাকবে, তা যে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করে; আয়রন বা লোহা ও অক্সিজেনের মিশেলে সৃষ্ট আয়রন অক্সাইডে মৌল দুটির অনুপাত ও বিন্যাস কেমন হবে, তা যে জিনিসটা ঠিক করে দেয়, সেটা হলোএর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ধনাত্মক, আর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ঋণাত্মক। এগুলো পরস্পরকে সুনির্দিষ্ট সমানুপাতে আকর্ষণ করে। তিনি আরও আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণুতে বিদ্যুৎ থাকে একক বা প্যাকেট আকারে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তবে সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিষয়টা হলো, এটা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলোর একটি। এটা সেই দুর্লভতম মুহূর্তগুলোর একটি, যখন দুটো ব্যাপক ক্ষেত্র একসঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায় মিলেমিশে। ফ্যারাডে আচমকা আবিষ্কার করলেন, দুটো আপাত ভিন্ন জিনিস আসলে একই জিনিসের দুটো ভিন্ন রূপ। বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল, রসায়ন নিয়েও চলছিল গবেষণা। অথচ হঠাৎ দেখা গেল, দুটো আসলে একই জিনিসের ভিন্ন রূপবৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তনের ফলেই রাসায়নিক বদলে যায়। আজও আমরা এগুলোকে সেভাবেই জানি, বুঝি। ফলে 'তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো ক্রোম প্লেটিংয়ে ব্যবহৃত হয়'শুধু এটুকু বলা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। এতে তাঁর গবেষণার গুরুত্ব আড়ালে পড়ে যায়। আপনারা জানেন, শারীরতত্ত্বের যেকোনো আবিষ্কারের জন্যই সংবাদপত্রের একটা বাঁধা বাক্য আছে। 'আবিষ্কারক বলেছেন, ক্যান্সার সারাতে এই আবিষ্কার কাজে লাগতে পারে।' কিন্তু তারা সেই আবিষ্কারটার নিজস্ব মূল্যটুকু ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটিও সে রকম। প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার চেষ্টা করা অত সহজ নয়। মানুষের কার্য্যকরণ ক্ষমতার ভয়ংকর এক পরীক্ষা এটি। সূক্ষ্ম চাতুর্য্য দরকার পড়ে এ জন্য। দরকার পড়ে যুক্তির সরু সুতো ধরে হেঁটে যাওয়া। খেয়াল রাখতে হয়, কী হবেতো আন্দাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো ভুল না হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কিংবা আপেক্ষিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো এর ভালো উদাহরণ। তবে এগুলোর আরও বহু আগের, মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণাকেও এই সূক্ষ্ম চাতুর্য্যের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাধারঘাট এলাকায় বিধায়ীকার উদ্যোগে নতুন রাস্তা করে দেওয়ার ফলে বিধায়ীকাকে এলাকাবাসীরা অভিনন্দন জানান।

ওয়েভস ''ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ''-এ ১১০০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী সহ নিবন্ধনের সংখ্যা ৮৫,০০০ অতিক্রম করেছে

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল: ১ থেকে ৪ মে ২০২৫ মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস)। এই সামিটের অংশ হিসাবে চালু হওয়া ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ (সিআইসি) সিজন-১ এ ১,১০০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী সহ নিবন্ধনকারীদের সংখ্যা ৮৫,০০০ অতিক্রম করেছে, যা একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে। ৩২টি বৈচিত্র্যময় চ্যালেঞ্জের মধ্য থেকে নিখুঁত বাঘাই প্রক্রিয়ার পর নির্বাচিত ৭৫০ জনেরও বেশি চূড়ান্ত প্রতিযোগী পিচিং সেশনসহ নিজ নিজ খাতের ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ পাবেন। এছাড়াও তাদের ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের ফলাফল এবং আউটপুট, তাদের প্রতিভা এবং দক্ষতা প্রদর্শন করার এবং মাস্টারক্লাস, প্যানেল আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালীদের কাছ থেকে শেখার একটি অনন্য সুযোগ পাবেন। ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জের বিজয়ীদের মুম্বাইয়ে একটি জকি জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ''ওয়েভস ক্রিয়েটর অ্যাওয়ার্ডস'' দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

সৃজনশীলতার পরিমণ্ডলে উদ্ভাবন এবং সংযুক্তির তরস জাগিয়ে এই চ্যালেঞ্জগুলো একটি শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তির প্রকাশ হয়ে উঠেছে, যা ভারত ও বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভার জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। ৩২টি বৈচিত্র্যময় ও চলমান চ্যালেজের মধ্যে থাকছে উচ্চশক্তিশালী রিস মেকিং প্রতিযোগিতা, সমাধানমুখী টোখ টেল হ্যাকাথন, দূরদর্শী তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ভাদের চ্যালেজ এবং স্পর্ষের মতো কমিকস ক্রিয়েটর চ্যাম্পিয়নশিপ, যা সিআইসি নির্মাতাদের দক্ষতাকে তুলে ধরার জন্য একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করবে। অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপ অনুষ্ঠান যেমন এ.আই. অ্যাভাটার ক্রিয়েটর চ্যালেজ, ডব্লিউ.এ.এম, এনিমে চ্যালেঞ্জ, ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্ট, ট্রেলার মেকিং প্রতিযোগিতা, থিম মিউজিক প্রতিযোগিতা এবং কাটিং এজ এক্সআর ক্রিয়েটর হ্যাকাথন পরবর্তী প্রজন্মের গল্পকার, ডিজাইনার এবং ডিজিটাল উদ্ভাবকদের জন্য সিআইসিকে আরো একটি দৃঢ় লক্ষ প্যাড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

শৃঙ্খলা, সীমানা এবং প্রজন্মকে একত্রিত করে, সিআইসি কেবল ভারতের সৃজনশীল শক্তিকেই উদযাপন করবে না, এটি গল্প বলার এবং ডিজিটাল অভিব্যক্তির ভবিষ্যতের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আলোচনার সূচনা করবে। এই অসাধারণ ভিত্তির মাধ্যমে, সিআইসি সামনের দিনগুলিতে স্রষ্টাদের ক্ষমতায়ন এবং আগামীকালের সাংস্কৃতিক ডিপ্লাঙ্গনকে আকৃতি প্রদান করার মিশন অব্যাহত রাখতে নতুন উচ্চতায় উঠে আসার জন্য প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, প্রথম ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ওয়েভস), মিডিয়া ও এন্টারটেইনমেন্ট (এম এন্ড ই) খাতের জন্য একটি মাইলফলক ইভেন্ট, যা ১ থেকে ৪ মে ২০২৫, মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে ভারত সরকার কর্তৃক আযোজন করা হচ্ছে।

বিষয়বস্তু তৈরি, বৌদ্ধিক সম্পত্তি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসাবে তার অবস্থানকে প্রশস্ত করে ওযেভস ভারতের সৃজনশীল শক্তিকে বাড়িযে ভুলতে প্রস্তুত। রডকাস্টিং, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন, রেডিও, ফিল্মস, অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস, সাউন্ড অ্যান্ড মিউজিক, অ্যাডভার্টাইজিং, ডিজিটাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, জেনারেটিভ এআই, অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর), ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি (এক্সআর) শিল্প ও খাতগুলো এর ফোকাসে রয়েছে।

ওয়েভস ২০২৫-এ চিলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত

নয়াদিল্লি, ০২ এপ্রিল।। চিলির রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্টের পাঁচ দিনের ভারত সফরের অংশ হিসেবে সফরকারী চিলির সংস্কৃতি, শিল্প ও ঐতিহ্য বিভাগের মন্ত্রী মিসেস ক্যারোলিনা আরেডোন্ডোর সঙ্গে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. এল. মুরুগান। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান চিলিকে ওয়েভস ২০২৫-এ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগামী ১ থেকে ৪ মে, ২০২৫ অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ঢঅঠঊঝ) সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি।

মাননীয় মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান এবং মিসেস ক্যারোলিনা আরেডোন্ডোকে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি চিত্রকর্ম উপহার তুলে দেন।

বৈঠকে চিলির প্রতিনিধিদলের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন চিলি দূতাবাসের তৃতীয় সচিব মিঃ মার্টিন গোরমাজ, বিদেশ মন্ত্রকের অবর সচিব শ্রী লক্ষ্মী চন্দ্র এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (চলচ্চিত্র) ডঃ অজয় নাগাভূষণ এম.এন।

ভারত-চিলি সহযোগিতার প্রসার হিসেবে চিলি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট ১ থেকে ৫ এপ্রিল ২০২৫, দু''দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন। নয়াদিল্লি ছাড়াও রাষ্ট্রপতি বোরিক আগ্রা, মুম্বই এবং বেঙ্গালুরু সফর করবেন। এটি রাষ্ট্রপতি বোরিকের প্রথম ভারত সফর।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চিলির মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মিঃ গ্যাব্রিয়েল বোরিক ফন্ট আলোচনাকালে দুই দেশের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক অংশদারিত্বের চুক্তির জন্য আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যার উদ্দেশ্য হল দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সংযোগের সম্প্রসারণ করা। তাঁরা খনিজ, শক্তি, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ এবং কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে সহযোগিতার জন্য বিশাল সম্ভাবনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

দুই দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য স্বাস্থ্যসেবা একটি প্রতিশ্রুতিশীল ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। চিলিতে যোগ ও আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। নেতৃত্বরা আলোচনাকালে দুই দেশের মধ্যে ছাত্র পর্যায়ের বিনিময় কর্মসূচি এবং অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সংযোগ গভীর করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

অসমে ঘোষিত পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে ঘোষণা করা হয়েছে পঞ্চায়ত নির্বাচনের দিনক্ষণ। আগামী ২ মে এবং ৭ মে, দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। ১১ মে ভোট গণনা এবং ঘোষণা হবে ফলাফল।

আজ বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়ত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছেন অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আলোক কুমার। তিনি জানান, বিগত দিনের মতো এবারও পঞ্চায়ত নির্বাচনে ইভিএম-এর বদলে ভোট গ্রহণ হবে ব্যালট পেপারে। নির্বাচনের দিন ভোটিং পারসেন্টেজ অনলাইনে জানানো হবে।

অসম রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আলোক কুমার জানান, ৩ এপ্রিল থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিল পর্ব চলবে। ১১ এপ্রিল হবে মনোনয়ন পত্রগুলি পরীক্ষা। আগামী ২ মে এবং ৭ মে, দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা ১১ মে।

দুদিনই সকাল ৭:৩০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ।

প্রথম দফায় ২ মে উজান অসম এবং বরাক উপত্যকায় (দক্ষিণ অসম) অনুষ্ঠিত হবে ভোট গ্রহণ। দ্বিতীয় দফায় ৭ মে ভোট গ্রহণ হবে নিম্ন অসমে।

বিদেশি কুকুর ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে

বারুইপুর , ২ এপ্রিল (হি. স.) : বারুইপুরে পোষ্য নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ । থানায় অভিযোগ দায়ের ।ঘটনার তদন্তে পুলিশ ।বারুইপুর থানার হাড়াল এলাকার দেবাশিস মন্ডল সম্প্রতি এক অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। তার কেনা একটি শিহ-তজু প্রজাতির কুকুরকে জোর করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা অর্জুন মন্ডলের ছেলে অমিত মন্ডলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন দেবাশিসের পরিবার। দেবাশিস মন্ডল গত ১৯ জানুয়ারি কলকাতার গালিফ স্ট্রিট থেকে এই কুকুরটি কেনেন। কেনার সময় কুকুরটির বয়স ছিল মাত্র দুই মাস। এটি তার ৬ বছরের ছেলে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

২১ মার্চ সন্ধ্যায় দেবাশিস বাড়িতে ছিলেন না। সেদিন প্রতিবেশীদের সামনেই দুজন লাঠিধারী ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে কুকুরটিকে জোর করে নিয়ে যায়। বাড়িতে তখন শুধুমাত্র মহিলা সদস্যরা ছিলেন, তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং প্রতিরোধ করার সাহস পাননি। অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল নেতা অর্জুন মন্ডলের ছেলে অমিত মন্ডলের দিকে, যিনি সরাসরি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কুকুরটি নিয়ে যান। কুকুরটিকে ফেরত পাওয়ার আশায় দেবাশিস মন্ডল ২৪শ মার্চ অমিত মন্ডলের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি হেনস্থার শিকার হন। অভিযোগ, অমিত মন্ডল ও তার সহযোগীরা তাকে মারধর করে এবং তার বাইক ভাঙচুর করে। এই ঘটনার পরই দেবাশিস বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অমিত মন্ডল অবশ্য তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেন, কুকুরটি তাদেরই এবং দেবাশিস মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েতে আলোচনার জন্য একটি বৈঠক হয়, যেখানে ব্লক পশু চিকিৎসক কুকুরটির বয়স নির্ধারণ করেন।

বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বসছেন ড. ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদী

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিতব্য বিমসটেক সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

গত ৮ আগস্ট বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন ড. ইউনূস। বুধবার (২ এপ্রিল) বিকেলে ঢাকা ও দিল্লি আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানিয়েছে। বিমসটেকের ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রথমদিন তিনি ইয়ুথ কনফারেন্সে যোগ দেবেন। পরদিন সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া সাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সম্মেলনে তিনটি সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে বুধবার (২ এপ্রিল) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গাবিষয়ক উপদেষ্টা ও বিশেষ দূত ড. খলিলুর রহমান রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দুই দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার জোর সম্ভাবনার কথা জানান। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পলায়নের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও ভারতের মধ্যে অঘোষিত শীতল সম্পর্ক শুরু হয়। কূটনৈতিকভাবে দুই দেশের সরকার এ সম্পর্কের কথা স্বীকার না করলেও বাস্তবতা ভিন্ন। আসন্ন বিমসটেক সম্মেলনে সাতটি দেশের সরকারপ্রধান অংশগ্রহণ করলেও মূলত সবার নজর থাকবে অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অধ্যাপক ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ বৈঠক বেশ গুরুত্ববহ।

ঝড়-বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে বিদ্যুৎমন্ত্রীর বৈঠক

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী রাজ্য জুড়ে তীব্র তাপপ্রবাহ ও কালবৈশাখী ঝড়-বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল বিদ্যুৎ দফতর। চালু হলো সর্বক্ষণের কন্ট্রোল রুম।

বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এদিন বিদ্যুৎ উন্নয়ন ভবনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারা বাংলার বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান সচিব শান্তনু বসু সহ বিদ্যুৎ দফতরের শীর্ষ আধিকারিকেরা।

বৈঠকে মন্ত্রী বেশ কিছু নির্দেশ দেন। সেগুলি হল -

১. বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদার কথা মাথায় রেখে সমস্ত পরিকাঠামোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ।

২. সর্বত্র ২৪অ৭ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।

৩. ঝড়ের ফলে কোন বিপর্যয় হলে তা দ্রুত স্বাভাবিক করা।

মন্ত্রী এদিন জানান, বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে আজ থেকে বিদ্যুৎ ভবনে চালু হচ্ছে ডব্লিউ.বি.এস.ই.ডি.সি.এল. এর ২৪অ৭ কন্ট্রোল রুম। যার নম্বরগুলো হলো ৮৯০০৭৯৩৫০৩, ৮৯০০৭৯৩৫০৪।

ওয়াকফ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা মমতার

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): ওয়াকফ-বিতর্ক নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষিতে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে দলের সাংসদদের পাশে দাঁড়ালেন। বুধবার তিনি বলেন, "আমাদের সাংসদেরা আজ ওয়াকফের জন্য লড়াই করছেন।"

এর পর বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূলনেত্রী বলেন, ''জুমলা পার্টির একমাত্র কর্মসূচি হল, দেশ ভাগ করা। তারা 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতিতে বিশ্বাস করে, যা আমরা করি না। আমরা আমাদের সংবিধান অনুসরণ করি।''

জনজাতি শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করে সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (এনইএসটিএস)

নয়াদিল্লি, ০২ এপ্রিল ২০২৫, পিআইবি।। জনজাতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের প্রতি অবিচল নিদর্শন হিসেবে ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (এনইএসটিএস) গর্বের সাথে সারা ভারত জুড়ে তার সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই এনইএসটিএস একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় (ইএমআরএস) প্রশাসনের মাধ্যমে জনজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত পরিমণ্ডল রূপান্তরের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আকাশবাণী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম, জনজাতি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকি, জাতীয় তফসিলি জনজাতি কমিশনের (এনসিএসটি) মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী অন্তর সিং আর্য্য এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষাবিদ এবং ইএমআরএস-এর মূল অংশীদাররা। উদযাপন অনুষ্ঠানে অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা, প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আদিবাসী শিশুদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার অগ্রগতিতে গত বছর ইএমআরএসের অসাধারণ প্রভাব তুলে ধরে একটি শর্ট ফিল্মও প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জনজাতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়াল ওরাম ভাষণ দেন, যখন মূল বক্তব্য রাখেন প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকি। তিনি আদিবাসী শিক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি রূপরেখাও তুলে ধরেন। এনসিএসটি এর চেয়ারম্যান আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেছেন এবং ইএমআরএস কীভাবে এর সহায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার উপর জোর দেন। ইএমআরএস শিক্ষার্থীদের অসামান্য একাডেমিক এবং বাহ্যিক কৃতিত্বগুলি সম্পর্কে সেখানে তুলে ধরা হয়েছিল। সকালের অধিবেশনে বারো জন শিক্ষার্থীকে সম্মানিত করা হয়েছিল। এছাড়াও, স্পোর্টস মিটে সাফল্য অর্জনকারী এনইএসটিএস এর কর্মীদেরও অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিভিন্ন ইএমআরএস প্রতিষ্ঠানের আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল।

গত বছরের ইএমআরএসের সাফল্যগুলি তুলে ধরেছিল একটি পৃথক বিভাগ, যেখানে সারা দেশে আদিবাসী যুবকদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, সামগ্রিক বিকাশ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যতের উপর এর একটি প্রদর্শনী ছিল।

অনুষ্ঠানে এনইএসটিএস এর কমিশনার শ্রী অজিত কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, 'আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে এনইএসটিএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তিনি বলেন, ইএমআরএস সম্প্রসারণ এবং নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

এনইএসটিএস ইতিমধ্যে দেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ৪৭৭ টি চালু থাকা স্কুলে ১,৩৮,০০০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্তি হয়েছে। উপরন্তু, সফল নিয়োগ প্রচেষ্টার ফলে মোট ৯,০৭৫ জন শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, যা শিক্ষাগত বাস্তুতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে। এছাড়া, এনইএসটিএসর লক্ষ্য হল পরিকাঠামো, ডিজিটাল শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরও বাড়ানো এবং ভারত জুড়ে প্রতিটি জনজাতি শিক্ষার্থীর কাছে মানসম্পন্ন শিক্ষা পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের (ইএমআরএস) মাধ্যমে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উচ্চমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য ২০১৯ সালে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে ন্যাশনাল এডুকেশন সোসাইটি ফর ট্রাইবাল স্টুডেন্টস (এনইএসটিএস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুলগুলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামগ্রিক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা ছাড়াও খেলাধুলা, শিল্পকলা এবং জীবন দক্ষতার সংমিশ্রণে জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা নিশ্চিত করে।

প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গড়ার শপথ অন্ডালের মহিলাদের

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্লাস্টিক দূষণ। বিস্কুটের প্যাকেট, চায়ের কাপ থেকে শুরু করে প্রতিদিনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে প্লাস্টিকের আধিপত্য। প্লাস্টিক বর্জ্যে নালা-জলাশয় ভরছে, সমুদ্র দুষিত হচ্ছে, এমনকি ভূগর্ভস্থ জলস্তরেও প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ''স্বচ্ছ ভারত মিশন গ্রামীণ প্রকল্পে '' প্লাস্টিক বর্জন ও সচেতনতা প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ব্লকের কাজোড়া গ্রামে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়ার শপথ নিলেন প্রায় ৫০০ মহিলা।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 54/EE-JRN/PWD/2024-25
Dated: 28-03-2025

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites on behalf of the 'Government of Tripura percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 17-04-2024 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 172/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 2,42,000.00	Rs. 4,840.00	300 (Three hundred) Days	Appropriate Class
2	DNIeT No: 173/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 4,65,750.00	Rs. 9,315.00	300 (Three hundred) Days	Appropriate Class
3	DNIeT No: 174/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 4,53,100.00	Rs. 9,062.00	300 (Three hundred) Days	Appropriate Class
4	DNIeT No: 175/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 2,42,650.00	Rs. 4,853.00	300 (Three hundred) Days	Appropriate Class
5	DNIeT No: 176/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 2,42,205.00	Rs. 4,844.00	315(Three hundred Fifteen) Days	Appropriate Class
6	DNIeT No: 177/VEH/DNIT/EE-JRN/PWD(R&B)/2024-25	Rs. 2,27,700.00	Rs. 4,554.00	270 (Two hundred Seventy) Days	Appropriate Class

Time for receipt of application for issue of Tender form W.e.f 28-03-2025 to 16-04-2025.
Last Date and Time of submission of Tender is: 17-04-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of Tender: 17-04-2025 up to 15.30 Hrs
Tender form Fee: Rs. 1,000 each, (Non refundable).
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST TENDERER*

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-029/25

ExecutiveEngineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

Tender Notice for Procurement of Air conditioner
Project number - BMZ No.: 2015 67 650 (Grant) & 2015 67 643 (Loan)

The KfW, German Development Bank in partnership with Tripura Forest Department (TFD), Govt of Tripura is undertaking Climate Resilience of Forest Ecosystems, Biodiversity & Adaptive Capacities of Forest in the state of Tripura. CREFLAT intends to Procure AC for the project works. Interested Parties may download the complete Tender Document, from the tender/ procurement section on the website igdcp.tripura.gov.in. The floating date of tender i.e. 27-03-2025 onwards and till 28-04-2025 or interested bidders can obtain it from the CREFLAT office, and to be submitted to addresss mentioned above on any working day up to 16:00 hours on 28-04-2025 and Proposal of Bids shall be opened on the same day at 16:30 hours at CREFLAT office. No liability will be accepted for downloading the incomplete document. Details as to eligibility criteria, evaluation procedure, and other terms and conditions are given in, tender document. Project Director, CREFLAT reserves the right to accept or reject any or all proposals without incurring any obligation to inform the affected applicant/s of the grounds.

ICA/C/023/25

Chief Executive officer (CREFLAT)

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

হাঁটার জুতা কেমন হওয়া উচিত

নিয়মিত হাঁটতে সঠিক জুতা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হাঁটায় আরাম দেয়, পায়ের ব্যথা কমায় এবং আঘাতজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে। সঠিক ওয়াকিং শ্যু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিতসঠিক সাইজ: জুতার সাইজ পায়ের আকারের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। খুব বেশি টাইট বা বেশি ঢিলেঢালা জুতা পরা উচিত নয়। আঙুলের সামনে কিছুটা জায়গা থাকা উচিত, যাতে হাঁটার সময় চাপ না পড়ে।

জুতার ওজন: হালকা জুতা হাঁটার জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি হাঁটার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে না। সোলের গঠন ও গুণাগুণ আউটসোল (নিচের অংশ): রাবারের তৈরি জুতা ভালো। এটি ভালো গ্রিপ দেয় এবং পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। মাটিতে বা রাস্তার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় এমন ননস্লিপ ডিজাইন থাকা জরুরি। মিডসোল (মাঝের অংশ): এটি পায়ে শকের (ধাক্কা বা কম্পন) প্রভাব কমায় এবং আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। ইভা (EVA) ফোম বা জেল কুশনপ্রযুক্তি যুক্ত থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য ভালো।

ইনসোল (ভেতরের অংশ): নরম কুশন থাকা উচিত, যাতে পায়ের তালুতে চাপ কম পড়ে। অর্থোপেডিক ইনসোল থাকলে পায়ের গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়। অ্যাঙ্কেল ও আর্চ সাপোর্ট: যাঁদের পায়ের তালুর বাঁক বেশি বা কম, তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্ট থাকা জরুরি। গোড়ালির জন্য ভালো সাপোর্ট থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার সময় এটি গোড়ালি ও হাঁটুকে সুরক্ষা দেয়। শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা: জুতার ওপরের অংশ এমন উপাদানে তৈরি হওয়া উচিত, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। জালযুক্ত বা ক্যানভাসের তৈরি জুতা ভালো। এটি ঘাম শোষণ করে এবং পা ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখে। সিনথেটিক লেদারও আরামদায়ক হতে পারে।

হিলের উচ্চতা: জুতার হিল খুব বেশি উঁচু বা নিচু হওয়া উচিত নয়। সাধারণত শূন্য দশমিক ৫ থেকে ১ দশমিক ৫ ইঞ্চি হিল থাকা ভালো, যা হাঁটার জন্য আরামদায়ক হয়। সম্পূর্ণ সমান (ফ্ল্যাট) জুতা ব্যবহার না করাই ভালো।

বাঁকানোর সুবিধা: বাঁকানোর সুবিধা থাকলে সহজে পায়ের আঙুল বাঁকানো যায়। একেবারে শক্ত ও অনমনীয় জুতা হাঁটার জন্য উপযুক্ত নয়। লেইস বা ভেলক্রো (চিপকানো ফিতা): হাঁটার জুতায় সাধারণত লেইস বা ভেলক্রো থাকা ভালো, যাতে এটি ভালোভাবে পায়ে ফিট হয়। সহজে খুলতে বা পরতে ভেলক্রো স্ট্র্যাপ ভালো বিকল্প হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য।

স্থায়িত্ব ও গুণগত মান: দীর্ঘস্থায়ী ও ভালো ব্র্যান্ডের জুতা নির্বাচন করা উচিত, যা সহজে নষ্ট হয় না। প্রয়োজনে বিশেষ জুতা: প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা হিল স্পার থাকলে আর্চ সাপোর্ট ও হিল কুশনযুক্ত জুতা বেছে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নরম ও সেলাইবিহীন ইনসোল থাকা উচিত, যাতে ঘর্ষণজনিত ক্ষত না হয়। ফ্ল্যাটফুট থাকলে বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্টযুক্ত জুতা ব্যবহার করা উচিত।

কোন কোন অভ্যাস রপ্ত করলেই বাঁচতে পারে জল

স্নান, শৌচকার্য, রান্না, জামাকাপড় কাচা ও খাওয়ার জন্য যতটুকু জল প্রয়োজন তা খরচের পরেও জল বাঁচানো খুব কষ্টকর কাজ নয়। সাংসারিক ও জৈবিক কাজে যেটুকু জল পর্যাপ্ত, সেটুকুই ব্যবহার করা দরকার। অপ্রয়োজনে ও অতিরিক্ত জল খরচ করা কাজের কথা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু বদল এত ভয়ঙ্কর পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে যে, ভূবিজ্ঞানীরাও সতর্ক করে বলেছেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নামছে। পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে যে কোনও সময়েই। তাই বাড়তি সতর্কতা জরুরি। শুরুটা হোক নিজের বাড়ি থেকেই। রোজের কিছু অভ্যাসেই প্রতি দিন অল্প অল্প করে জল বাঁচানো সম্ভব।

জল বাঁচাতে কী কী করবেন? ১) জলের লিকেজ যেন না হয়। বাড়ির সব কল, পাইপলাইন ঠিক আছে কি না দেখে নিন। বাথরুম, রান্নাঘরে জলের পাইপ পরীক্ষা করে নিন।

২) স্নানের সময়ে শাওয়ার ব্যবহার না করে বরং বালতি-মগ ব্যবহার করলে ভাল হয়। শাওয়ারে স্নান করার মজা আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাতে জলের খরচ বেশি হয়।

৩) ময়লা জামাকাপড় একসঙ্গে জমিয়ে রেখে একদিনে ওয়াশিং মেশিনে যতটা হয় দিয়ে কেচে ফেলুন। রোজ রোজ মেশিন চালালে জলের অপচয় বেশি হবে। ৪) দরকার ছাড়া জলের কল খুলে না রাখাই ভাল। ব্যবহারের পর তা বন্ধ করে দিন। আবার যখন প্রয়োজন তখন খুলে কাজ করবেন। ৫) বাড়ির ট্যাঙ্ক ভরার জন্য পাম্প চালালে তা ঘড়ি দেখে বন্ধ করার অভ্যাস করুন। ট্যাঙ্ক ভর্তি হয়ে জলের ধারা যেন বয়ে না যায়।

৬) বালতি বালতি জল বারান্দা বা উঠোনে না ঢেলে, মগ দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। এতে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কমবে।

৭) গাড়ি পরিষ্কারের সময়ে বিশেষ খেয়াল রাখুন। হোস পাইপ দিয়ে গাড়ি না ধুইয়ে বরং বালতির জলে পরিষ্কার কাপড় ভিজিয়ে গাড়ি মুছতে পারেন। এতে গাড়ি ভাল পরিষ্কার হবে। জলও বাঁচবে।

জলের পুনর্ব্যবহারও করতে পারেন

বালতি বা গামলায় জল ভরে তাতে সব্জি, ফল বা চাল ধুয়ে নিন। সেই জলই গাছে দিতে পারেন। চাল ধোয়া জল গাছের জন্যও ভাল। জামাকাপড় কেচে সেই জল ফেলে না দিয়ে বরং বাথরুম বা রান্নাঘর পরিষ্কারের কাজে লাগাতে পারেন। এতে জলের পুনর্ব্যবহারও হবে, অতিরিক্ত খরচও হবে না। সম্ভব হলে বৃষ্টির জল ধরে রাখুন। যদি ফিল্টার বসিয়ে বৃষ্টির জল হারভেস্ট করা সম্ভব হয় তো খুবই ভাল। সেই জল রান্নার বা বাথরুমের কাজে লাগাতে পারেন। না হলে একটা পাইপ লাগাতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে। আর নীচে একটা ছোট জলাধার তৈরি করতে হবে। সেখানে বৃষ্টির জল এসে জমা হবে। বাগানে জল দেওয়া, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কারের কাজে এই জল কাজে লাগানো যেতে পারে।

নতুন পোশাক পরার আগে কি ধুয়ে নেওয়া উচিত

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না অনেকেই

তৈরি পোশাকই হোক কিংবা হোক কাপড় কিনে বানানোপরার আগে পোশাক ধুয়ে নেন না অনেকেইছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

নতুন পোশাকের ঘ্রাণ অনেকেরই পছন্দ। অবশ্য কারও কারও সেই ঘ্রাণ ভালো না-ও লাগতে পারে। ব্যক্তিগত ভালো লাগা না—লাগার চেয়ে অবশ্য স্বাস্থ্যের দিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভেবে দেখুন, একটা পোশাক আপনার হাতে পৌঁছানোর আগে কত হাতেই না ঘুরে আসে! কাপড় তৈরি, রং করা ও সেলাইয়ের নানান ধাপ পেরিয়ে তবেই না তৈরি হয় পোশাক। সেই পোশাক সাজানো হয় ডিসপ্লেতে। 'ফ্রেশ পিস' নিলেও যে তা পুরোপুরি 'ফ্রেশ', তার নিশ্চয়তা কী? কেউ তো ওই পোশাকটি গায়ে চড়িয়ে ট্রায়ালও দিয়ে থাকতে পারেন। হয়তো মনমতো না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা কেনেননি এক বা একাধিক ব্যক্তি। কেউ কেউ তো পোশাক কেনার কিছুদিন পরও বদলে নেন।

কিন্তু এসব কারণে কি কোনো স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি হয়? বছরের পর বছর ধরে অনেকেই নতুন পোশাক না ধুয়ে পরেছেন, তাতে তো কোনো সমস্যা হয়নি কোনো দিন। ব্যাপারটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই অনেকে এভাবে পোশাক ব্যবহার করেন। তাহলে এই ঈদে আপনি কী করবেন? ঈদের আগে পোশাক ধুয়ে নেবেন, নাকি নেবেন না? শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মতলেবুর রহমান জানালেন এর উত্তর।

না ধুয়ে নতুন পোশাক পরলে যা হতে পারে

কাপড়ে নানান রকম রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসবের কিছু অংশ রয়ে যেতে পারে পোশাকে। তাই পোশাক না ধুয়ে পরলে ত্বকে অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে। ত্বক লালচে হয়ে যেতে পারে, চুলকাতে পারে। বিশেষত কারও যদি কোনো নির্দিষ্ট রাসায়নিকে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হাতের স্পর্শে কাপড় ময়লা হয়। অনেকেই হাঁচি-কাশির আদবকেতা মানেন না। কেউ কেউ হাতের তালু দিয়ে হাঁচি-কাশি চাপেন, আবার কেউ কেউ মুখ বা নাকের ভেতর আটকে থাকা কিছু বের করেন হাত দিয়ে। এরপর হাত পরিষ্কার না করেই যেকোনো কাজে হাত দেন। কাপড় প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে আপনার কাছে তা পৌঁছানো পর্যন্ত ঠিক কোন কোন মানুষ অপরিষ্কার হাতে তা স্পর্শ করেছেন, তা আপনি জানেন না। বুঝতেই পারছেন, আপাতদৃষ্টে ঝকঝকে পোশাকেও ময়লা এবং জীবাণু থাকতে পারে। একজনের হাত থেকে কাপড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে অন্যজনের কাছে।

কোনো ক্রেতা পোশাকটি ট্রায়াল দিয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তাঁর দেহের ঘাম ও জীবাণু লেগে থাকতে পারে পোশাকে। ওই ব্যক্তির ছোঁয়াচে চর্মরোগ থাকলে তাতেও আক্রান্ত হতে পারেন আপনি। এভাবে ছড়াতে পারে উকুনও।

নতুন পোশাক না ধুয়ে পরা হলে এত সব সমস্যার যেকোনোটিতেই ভুগতে হতে পারে। সবার ক্ষেত্রেই যে এমনটা ঘটে, তা নয়। তবে এক শ জনের মধ্যে একজনের সঙ্গে যদি তা ঘটে, আর সেই ব্যক্তি যদি আপনিই হন, তাহলে তো মুশকিলই বটে।

প্রাকৃতিক তিন উপাদান দিয়েই শ্যাম্পু তৈরি করতে পারেন

মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে শ্যাম্পুর চেয়ে ভাল আর কীই বা আছে? তা ছাড়া তেলতেলে চুল নিয়ে বাইরে যাওয়া বেশ অস্বস্তিকর। কিন্তু শ্যাম্পুর মধ্যে তো নানা রকম রাসায়নিক থাকে। রোজ শ্যাম্পু করলে তো মাথার ত্বকের পিএইচের সমতা নষ্ট হয়। চুলও রুক্ষ হয়েপড়তেপারে। তবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিশেষ শ্যাম্পু ব্যবহার করলে কিন্তু সে ভয় থাকে না। চুলের যত্নে রিঠা, আমলকি, শিকাকাইয়ের মতো ভেষজের ব্যবহার নতুন নয়। এই তিন উপকরণ দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন প্রাকৃতিক শ্যাম্পু। জেনে নিন কী ভাবে সেই শ্যাম্পু তৈরি করতে হয়।

উপকরণ:

৫-৬টি রিঠা
৬-৭টি শিকাকাই
৩-৪টি আমলকি

পদ্ধতি: ১) প্রথমে পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে তিনটি জিনিস ভিজিয়ে রাখুন। অন্তত পক্ষে ১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে ভাল হয়। সে ক্ষেত্রে রাতে ভিজিয়ে রাখাই ভাল। ২) পরের দিন ভেজানো রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাইয়ের মিশ্রণ ভাল করে ফুটিয়ে নিন। তার পর গ্যাস বন্ধ করে ওই অবস্থায় রেখে দিন বেশ কিছু ক্ষণ। ৩) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে মিশ্রণের মধ্যে থেকে রিঠা, আমলকি এবং শিকাকাই ছেঁকে আলাদা করে নিন। ৪) এ বার মিক্সিতে ওই অবশিষ্টাংশ ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। ৫) তার পর বেটে নেওয়া আমলকি, শিকাকাই এবং রিঠার মিশ্রণ ওই তরলের সঙ্গে আরও এক বার মিশিয়ে নিতে হবে। ৬) মিশ্রণ কিন্তু আর জলের মতো পাতলা থাকবে না। এ বার অন্য একটি পাত্রের উপর পাতলা সুতির কাপড় বিছিয়ে নিতে হবে। ৭) কাপড়ের উপর মিশ্রণ ঢেলে ছেঁকে নিলেই শ্যাম্পু তৈরি। ৮) পরিষ্কার, কাচের পাত্রে এই মিশ্রণ ঢেলে রাখতে পারেন। সঠিক ভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে সপ্তাহ দুয়েক পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

দিনের শেষে ক্লান্তি কাটুক 'গোলাপ-স্নানে'

গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো জলে সুন্দরী নায়িকার স্নানদৃশ্য দেখে কখনও কি এমন ফুলেল স্নানের ইচ্ছা হয়েছে? তা হলে, বরং শখ করে বানানো স্নানঘরের বাথটবেও এ ভাবেই স্নান সেরে নিতে পারেন। দিনভরের ক্লান্তি নিমেষে কমে যায় গরম জলে দীর্ঘ ক্ষণ স্নান করলে। কিন্তু প্রতি দিন সেই উপায় থাকে না। কর্মব্যস্ত দিনে এত সময় কই?

তবে ছুটির দিনে বা কাজ শেষে ক্লান্ত শরীরে ফিরে এমন ভাবে স্নান করলে, শরীর ও মন দুই-ই তরতাজা হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে ঔজ্জ্বল্য আসবে ত্বকেও।

গোলাপ জলে স্নানের নিয়ম

গোলাপের পাপড়ি শুকিয়ে জলে দিতে হবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই জলের তাপমাত্রা। একেবারে ঠান্ডাও নয়, আবার খুব গরমও নয়। জল হতে হবে ঈষদুষ্ণ। না হলে ত্বকের আর্দতা কমে যাওয়ার ভয় থাকবে।

কেন হালকা গরম জলেই গোলাপ-স্নান? গোলাপে শুধু সুগন্ধই নেই, রয়েছে নানা গুণও। গরম জলে পাপড়ির গন্ধ ও এতে থাকা প্রাকৃতিক তেল যথাযথ ভাবে মিশে যেতে পারে। গরম জলে গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে বেশ কিছু ক্ষণ রেখে সেই জলে স্নান করতে হবে। বাথটবে স্নান করলে অন্তত ২০ মিনিট সেই জলে গা-ভেজালে ত্বকে গোলাপের নির্যাস ভাল ভাবে প্রবেশ করবে। পাপড়িতে থাকা প্রাকৃতিক তেলে মুখ ও শরীরে ঔজ্জ্বল্য আসবে।

ত্বকের চিকিৎসকেরা বলছেন, গোলাপে থাকা প্রাকৃতিক তেল ত্বকের জন্য উপকারী। ত্বক মসৃণ রাখতে ও ঔজ্জল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা। তবে স্নানের জলে পাপাড়ির পাশাপাশি কয়েকফেঁটা "রোজ এসেনশিয়াল অয়েল" মিশিয়ে দিলে গন্ধ ও কাজ, দুই-ই ভাল হবে। তবে যদি স্নানঘরের বাথটবে গা ভেজানোর আগে, খনিজ সমৃদ্ধ ইপসম সল্টের সঙ্গে কয়েক ফেঁটা রোজ এসেনসিয়াল অয়েল মিশিয়ে তা দিয়ে সারা শরীর এক্সেফোলিয়েট করে নেওয়া যায়, তা হলে ত্বকের মৃত কোষ দূর হবে, কালচে ভাবও চলে যাবে।

দুধ-স্নান

স্নানের অভিজ্ঞতা আরও সুন্দর করতে চাইলে বাথটাবে দু'কাপ কাঁচা দুধও মিশিয়ে নিতে পারেন। দুধের সঙ্গে গোলাপের পাপড়ি, এসেনশিয়াল অয়েলের মিশেলে স্নানের অভিজ্ঞতা অন্য মাত্রা পাবে। বাথটব না থাকলেও এ স্নানের ভাললাগা উপভোগ করা যায়। সে ক্ষেত্রে ছোট গামলা বা বালতিতে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে দুধ ও গোলাপের পাপড়ি মিশিয়ে নিতে হবে। সেই জলে দীর্ঘ ক্ষণ ধরে স্নান করলেও ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি পাবে।

অনেকের কোনও কোনও এসেনশিয়াল অয়েলে অ্যালার্জি থাকতে পারে। তাই ব্যাবহারের আগে "প্যাচ টেস্ট" করে নেওয়া ভাল।

মুখ ভর্তি ব্রণ, মাথা ভর্তি খুশকি থেকে কী ভাবে মুক্তি পাবেন

ত্বকের কালচে ভাব, ব্রণের সমস্যা মেটাতে বাজারচলতি অনেক পণ্যই রয়েছে। তবে রাসায়নিক মিশ্রিত উপকরণের বদলে যদি প্রাকৃতিক উপায়েই ত্বকের যত্ন নিন চান, তা হলে ভরসা করতে পারেন 'মাটি'তে। তবে, তা সাধারণ মাটি নয়। মূলতানি মাটি। বহু কাল ধরে ত্বক থেকে চুলের পরিচর্যায় এই মাটির ব্যবহার হয়ে আসছে।

খনিজ সমৃদ্ধ এই মাটির ব্যবহারে রূপটানের চল প্রাচীন ভারতেও ছিল। এই মাটি ত্বকের কালচে ভাব দূর করার, ধুলো-ময়লা পরিষ্কারের, অতিরিক্ত তেল শোষণের ক্ষমতা রাখে। তবে শুধু মুখ ঝকঝকে করতে নয়, একই উপকরণে চুলের যত্নও নেওয়া যায়। চুল ঝরা হোক বা খুশকির সমস্যা, মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুখ ও চুলের প্যাক। সারা দিনের পর বাড়ি ফিরে মাত্র ১০ মিনিট মেখে রাখলেই, ধীরে ধীরে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ফিরবে।

ব্যবহার বিধি

ভাল বলেই যথেচ্ছ পরিমাণে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা যায় না। মুখের জন্য ১ থেকে দেড় বা ২ চা-চামচই যথেষ্ট। এই মাটির গুণ আরও ভাল ভাবে পেতে গেলে জলের বদলে গোলাপ জল, দুধ, গ্লিসারিন, নারকেল তেল ব্যবহার করতে পারেন।

কী ভাবে মাখবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের চর্চায় এই মাটি বিশেষ কার্যকর। এই ধরনের ত্বকে ধুলো-ময়লা লাগলে তা সহজে পরিষ্কার হতে চায় না। ফলে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্রণের সমস্যাও হয়। তবে মুলতানি মাটি শুধু ত্বককে গভীর ভাবে পরিষ্কার করে না, তা অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সক্ষম।

মুলতানি মাটি ও গোলাপ জল

ব্রণের সমস্যা থাকলে এই প্যাক বিশেষ উপকারী। দেড় টেবিল চা- চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিতে হবে। মৃদু কোনও ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কারের পর মিশ্রণটি মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ত্বকে লেগে থাকা মাটি তুলতে গিয়ে বেশি জোরে ঘষাঘষি করা চলবে না। মুখের জলের ঝাপটা দিলে মাটি নরম হয়ে যাবে। তার পর আঙুল দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তা তুলে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও দুধ

ত্বক শুষ্ক বা স্বাভাবিক হলে মুলতানি মাটি ও দুধের মিশ্রণ ঔজ্জ্বল্য ফেরাতে সাহায্য করবে। দেড় চা-চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। মুখে মিনিট দশেক রেখে তুলে ফেললেই হবে।

মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন

কারও ত্বক যদি অতিরিক্ত শুষ্ক হয়, সে ক্ষেত্রে মুলতানি মাটি ও গ্লিসারিন কার্যকর হবে। ১ চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে কয়েক ফেঁটা গ্লিসারিন দিয়ে প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে ১০ মিনিট। তার পর ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললেই ত্বক আর্দ ও নরম হবে।

চুলের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার?

খুশকি থেকে চুল পড়া, নানা সমস্যায় কাজে আসে মুলতানি মাটি। ৪ টেবিল চামচ মুলতানি মাটির সঙ্গে ৬ টেবিল চামচ মেথির গুঁড়ো এবং ১ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণটি মাথার তালু থেকে চুলে লাগিয়ে রাখতে হবে অন্তত ৩০ মিনিট। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ফেলতে হবে। চুল ধোয়া খানিক ঝক্কির হতে পারে। চুলে লেগে থাকা মাটি সহজে উঠতে না চাইলে, সময় নিয়ে প্রতিটি চুল থেকে মাটি সরাতে হবে। মিশ্রণ যদি চুলে লেগে থাকে, তা হলে তা থেকে সমস্যা হতে পারে।

বুধবার থেকে মাদুরাইয়ে পার্টি কংগ্রেস শুরু হওয়ার ফলে আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে পার্টির ফ্লেগ উন্মোচন করা হয়।

টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রতিবেশীকে মারধরের অভিযোগ

ক্যানিং, ২ এপ্রিল (হি. স.) : প্রায় প্রতিদিনই মদ খাওয়ার জন্য টাকা চাইত প্রতিবেশী যুবক কালো মাঝি। অভিযোগ, সেই টাকা দিতে অস্বীকার করায় প্রতিবেশী তাঞ্জিলা লস্কর ও আসমত লস্করের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে ওই যুবক। বাবা ও মাকে মার খেতে দেখে বাঁচাতে আসে দম্পতির ছেলে তাবাজুল লস্কর। অভিযোগ, তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। চপার দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি ঘাড়ে কামড়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে কালো মাঝি ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় ক্যানিং থানার জয়রাম খালি এলাকায়। জখম অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রাতেই নিয়ে আসা হয়। বুধবার সকালে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ক্যানিং থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে আগুন

ঝড়খালি, ২ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার দুপুরে আচমকাই আগুন লাগল ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে। জানা গিয়েছে, ঝড়খালি অ্যানিম্যাল পার্কের পাশেই একটি বহুজাতিক সংস্থার রিসর্টের পিছনে আগুন লাগে শুকনো ঘাসে। মুহূর্তেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের ম্যানগ্রোভের ঝোপে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় মানুষ ও ঝড়খালি থানার পুলিশ কর্মীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। তাঁরাই জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করেন। দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিড়ি বা সিগারেট খেয়ে কেউ শুকনো ঘাসের উপর ফেলায় আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। রিসর্টের পিছনে আগুন লাগলেও সেখানে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

মুম্বইয়ে সোনা চুরির অভিযোগ, ঝাঁঝরায় ধৃত যুবক

দুর্গাপুর, ২ এপ্রিল (হি. স.) : মুম্বইয়ের সোনার দোকানে চুরির অভিযোগে দুর্গাপুরের ঝাঁঝরা থেকে ধরা পড়ল যুবক। মহারাষ্ট্র পুলিশের হাতে ধৃত রিঙ্কু ধনঞ্জয় লায়েক। সে বাঁকুড়ার ইন্দাসের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহারাষ্ট্রের আজাদ নগর থানার দুলে এলাকার এক সোনার দোকান থেকে ৬০০ গ্রাম সোনা চুরি যায়, যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা। দোকান মালিক কর্মী রিঙ্কু ধনঞ্জয় লায়েকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে পুলিশ মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে তার অবস্থান শনাক্ত করে।

মঙ্গলবার রাতে মহারাষ্ট্র পুলিশের একটি দল ফরিদপুর থানার সহযোগিতায় ঝাঁঝরা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। বুধবার ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন।

অসম : মরিগাঁওয়ে পণ্যবাহী মিনিট্রাক—বাইক সংঘর্ষ, হত তিন বন্ধু

গুয়াহাটি, ২ এপ্রিল (হি.স.) : মরিগাঁওয়ে পণ্যবাহী মিনি ট্রাকের সঙ্গে একটি মোটর বাইকের সংঘর্ষে তিন বন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে করুণ মৃত্যু হয়েছে দুজন দীপমণি আলি এবং সাবিদ আলির। চিকিৎসাধীন তৃতীয় বন্ধু সাজিদুল ইসলামের প্রাণবায়ু চলে গেছে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আজ বুধবার পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মরিগাঁও-নগাঁও পূর্ত সড়কের ধলবাড়ি এলাকায় ভয়ংকর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে গতরাতে। মরিগাঁও শহর সংলগ্ন মারি-মুসলিম গ্রামের বসিন্দা তিন বন্ধু এএস ০১ এফএল ৫৬৮৯ নম্বরের মোটর বাইকে চড়ে নগাঁও গিয়েছিল ঈদের আনন্দে শামিল হতে। ঈদের অনুষ্ঠান শেষে গতকাল রাতের দিকে তাঁরা মরিগাঁওয়ে স্বগৃহের উদ্দেশ্যে আসছিল। কিন্তু ধলবাড়ি এলাকায় মাছবাহী একটি পিকআপ ভ্যান তাদের বাইকে সজোরে ধাক্কা দেয়। প্রচণ্ড ধাক্কায় তিন বন্ধু মুখ থুবড়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলে দুই বন্ধু দীপমণি আলি এবং সাবিদ আলির মৃত্যু হয়।পুলিশ গিয়ে তৃতীয় বন্ধু সাজিদুল ইসলামকে নিয়ে যায় মরিগাঁও সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে রেফার করা হয় গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ বুধবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাজিদুল ইসলাম। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। তাকে গ্রেফতারের জন্য তালাশি চলছে।

শ্রীভূমিতে চলন্ত বাসে যুবতীর সাথে যৌন হেনস্তা, গ্রেফতার দুই, বাজেয়াপ্ত গাড়ি

শ্রীভূমি (অসম), ২ এপ্রিল (হি.স.) : অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর অধীনে পরিচালিত একটি চলন্ত যাত্রীবাহী বাসে জনৈক তরুণীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বাসটিও।

আজ বুধবার শ্রীভূমির পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিশ্চিত করেছেন, এএসটিসি-র অধীনে পরিচালিত বেসরকারি এএস ২৪ ৬১১১ নম্বরের বাসে গতকাল সন্ধ্যারাতে সংগঠিত দুর্ভাগ্যজনক এই অপরাধে জড়িত তিন সন্দেহভাজনের মধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত তদন্তের পর তাদের চিহ্নিত করে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা পাঁচগ্রামের বাসিন্দা জসিম উদ্দিন লস্কর এবং শিলচরের বাসিন্দা আবুল সালাম। পুলিশ সুপার জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন বাসের চালক এবং অন্যজন বাসের যাত্রী বলে প্রাথমিক তদন্তে তাঁরা জানতে পেরেছেন। এদিকে, তৃতীয় সন্দেহভাজন বর্তমানে পলাতক। তবে পুলিশ সুপার আশ্বস্ত করেছেন, শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করা হবে, জোরদার তালাশি অভিযান চলছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বয়ান নেওয়া হয়েছে ভুক্তভোগিনীরও। সব দিক বিবেচনা করে ঘটনার গভীরে পুলিশ যেতে পারবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

এক জিজ্ঞাসার জবাবে পুলিশ সুপার জানান, যৌন হেনস্তার শিকার তরুণীর চিকিৎসা চলছে শ্রীভূমি সিভিল হাসপাতালে। এমনিতে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সম্ভবত আজ রাতেই হাসপাতাল থেকে তাকে রিলিজ করা হবে। ডাক্তারের রিপোর্ট হাতে আসলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস।

ঢোলাহাটের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল বারুইপুর থানার পুলিশ, তল্লাশি হাড়াল এলাকায়

বারুইপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : ঢোলাহাটে বিস্ফোরণে আট জনের মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় বাজি কারখানাগুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে। বেআইনি বাজি রুখতে বুধবার অভিযান চালানো হয় চম্পাহাটির হাড়ালে। বারুইপুর থানার পুলিশকর্মীরা ওই এলাকায় বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , কয়েকটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েক কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , পুলিশের নির্দেশে আপাতত বাজি ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়েছে। বেআইনি বাজি ব্যবসা রুখতে এবং বাজি শিল্পকে বাঁচাতে এলাকায় দ্রুত ক্লাস্টার তৈরির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার আর্জি বিজেপি বিধায়কদেরও

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমান পরিষেবা চালু করার দাবি নিয়ে দিল্লিতে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু কিঞ্জারাপুর সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি বিধায়কেরা।

বুধবার বিজেপির বিধায়কেরা দিল্লিতে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান চলাচল দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের দাবি, রাজ্যের নানা প্রান্তে বিমানবন্দরের চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সরকারের কাছে আর্জি জানানো হলেও কোনও উদ্যোগী নেয়নি সরকার।

বিধায়কদের দাবি, কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে পরিষেবার চাহিদা বেশি। ফলে সেখানে কীভাবে যাত্রীসংখ্যা বাড়ানো যায়, কিংবা বড় বিমান চালানো যায়, সে সব নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

মালদা এবং বালুরঘাটেও বিমানবন্দরের চাহিদা রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে উদ্যোগী হয়নি সরকার। এর পরেই শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি বিধায়কেরা।

প্রায় আড়াই কোটির বেশি খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার বারুইপুর পুলিশের

বারুইপুর, ২ এপ্রিল (হি.স.) : ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা উদ্ধার করল বারুইপুর জেলা পুলিশ । জেলার মধ্যে এত পরিমাণ টাকা উদ্ধার এখনও পর্যন্ত রেকর্ড । গুজরাতের প্রতারকদের কাছ থেকে এই টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে বুধবার দুপুরে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালি জানিয়েছেন। খোয়া যাওয়া টাকা ফেরত পেয়ে খুশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা অমিত কুমার কুণ্ডু ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ছিলেন নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা অমিত। সম্প্রতি তিনি অবসর নিয়েছেন। সারা জীবনের সঞ্চয় বিভিন্ন প্রকল্পে ইনভেস্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। অনলাইনে এ সংক্রান্ত খোঁজখবর করতেই অনলাইনে তিনি ইনভেস্টমেন্টের কিছু স্কিম পান। পর্যায় ক্রমে তিনি ভালো রিটার্নের আশায় তাঁর জমানো টাকা ইনভেস্ট করেন সেখানে। তারপর যখন তিনি টাকা তোলার চেষ্টা করেন তখন বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বারুইপুর সাইবার ক্রাইম থানায় গত ৩১ জানুয়ারি অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে ব্যাঙ্কে ৫৬ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করে তা উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে তদন্ত পর্যায়ক্রমে চালিয়ে গিয়ে সোর্স ও বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে গুজরাতে একটি প্রতারণা চক্রের হদিস পায় তদন্তকারীরা। এই প্রতারণাচক্রের মূল কিংপিন কেপিন নামে এক ব্যক্তির হদিস পায় পুলিশ। আপাতত সে একটি সাইবার ক্রাইমের প্রতারণার মামলায় পুনে পুলিশের হেফাজতে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও তদন্ত চালিয়ে বাকি ২ কোটি টাকাও উদ্ধার করে পুলিশ।

ইউনূস-মোদীর বৈঠকে সম্পর্কের বরফ কি গলবে ?

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন বৈঠক নিয়ে জোর আলোচনা দুই দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে। কার্যত ৫ আগস্টের পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক অনেকটা শীতল। ভিসা জটিলতা এখনো কাটেনি। যদিও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রভাব পড়েনি। এর মধ্যে এই বৈঠককে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আগামী শুক্রবার (৪ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হবে বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল, টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমসটেক) সম্মেলন। এ সম্মেলনের সাইডলাইনে প্রতিবেশী দুই দেশের সরকারপ্রধানের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে নিশ্চিত করেছে দিল্লি। এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ইউএনবি। সব ঠিক থাকলে ড. ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার পর এটা হবে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক। এ বৈঠক থেকে সম্পর্কের বরফ কিছুটা হলেও গলবে কি না তার দিকে তাকিয়ে আছে দুই দেশের মানুষ। এর আগে প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গা বিষয়ক উপদেষ্টা ও বিশেষ দূত ড. খলিলুর রহমান বুধবার (২ এপ্রিল) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে দুই দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার জোর সম্ভাবনার কথা জানান। সপ্তাহখানেক আগেও একই ভেন্যুতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা দেখছেন না বলে জানালেও আজ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা ও এর কারণ ব্যাখ্যা করেন তিনি।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ভারতে পলায়নের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ও ভারতের মধ্যে অঘোষিত শীতল সম্পর্ক শুরু হয়। কূটনৈতিকভাবে দুই দেশের সরকার এ সম্পর্কের কথা স্বীকার না করলেও বাস্তবতা ভিন্ন। আসন্ন বিমসটেক সম্মেলনে সাতটি দেশের সরকারপ্রধান অংশগ্রহণ করলেও মূলত সবার নজর থাকবে অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান অধ্যাপক ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ বৈঠক বেশ গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশ বিমসটেকের পরবর্তী চেয়ারম্যানশিপ পাচ্ছে। সরকারপ্রধান হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ৪ এপ্রিল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বুঝে নেবেন। চেয়ারম্যানের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী তিনি সদস্য দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের সঙ্গে বিমসটেকের উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে করণীয় কার্যক্রম নিয়ে সাইডলাইনে আলোচনা করবেন। এরই অংশ হিসেবে ইউনূস-মোদী বৈঠকের জোর সম্ভাবনার কথা বলেন ড. খলিলুর রহমান। প্রধান উপদেষ্টা ও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন বলেন, আমার মনে হয় না বৈঠকের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন হবে। ভারতের সঙ্গে এমনি আমাদের ওয়ার্কিং রিলেশন তো আছেই। এমন না যে কোনো কিছু থেমে গেছে। তিনি বলেন, এটা ঠিক যে ভারতের কম্ফোর্টেবল জোনটা চলে গেছে। সেটা তো একটা বড় ব্যাপার আছেই। তবে ভারতের মিডিয়ায় যা হচ্ছে সে ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সব মিডিয়া তো এক নয়। কিছু কিছু মিডিয়া এমনটা করছে। অফিসিয়াল বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রিলেশনশিপগুলো চলছে, বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন দেখছি না। আমেনা মহসিন এটাও মনে করেন, বাংলাদেশের জন্য পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা আগামী নির্বাচন বাংলাদেশে কীভাবে হয় সেটা পর্যন্ত দেখতে চাচ্ছে। কারণ, ভারতেরও বাংলাদেশের প্রয়োজন রয়েছে। এটা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার। ওরা কখনোই বাংলাদেশের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক হোক তা চাইবে না। তারা একটি নির্বাচনী সরকারের জন্য অপেক্ষা করবে।

একই ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) প্রধান উপদেষ্টা ও একটি বড় দল ব্যাংককের বিমসটেক সম্মেলনে যাবেন। আঞ্চলিক দেশগুলোর অংশগ্রহণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর হবে। এটা ঠিক যে ভারতের কম্ফোর্টেবল জোনটা চলে গেছে। তবে ভারতের মিডিয়ায় যা হচ্ছে সে ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে সব মিডিয়া তো এক না। কিছু কিছু মিডিয়া এমনটা করছে। অফিসিয়াল বিষয়গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রিলেশনশিপগুলো চলছে, বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন দেখছি না।

এসময় প্রধান উপদেষ্টার সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।

শফিকুল আলম জানান, আজ (৩ এপ্রিল) ও শুক্রবার (৪ এপ্রিল) বিমসটেক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধান উপদেষ্টা ব্যাংকক যাচ্ছেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এর মধ্যে বিমসটেক ইয়াং জেনারেশনস প্রোগ্রামে তিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন। এছাড়া তিনি টিআইএন ওয়ার্ল্ড, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ব্যাংকক পোস্টসহ বেশ কয়েকটি মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দেবেন।

তিনি বলেন, এবারের সম্মেলনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, বিমসটেক ২৫ বছর ধরে বিদ্যমান থাকলেও তার কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে বিমসটেক ব্যাংকক ভিশন-২০৩০ কৌশলপত্র এবারের সম্মেলনে গৃহীত হবে। এর মূল লক্ষ্য সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও উন্মুক্ত বিমসটেক গড়ে তোলা। এর প্রায়োরিটি হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন, সমস্যা সমাধান, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ক্লাইমেট অ্যাকশন। বিমসটেকের দিকনির্দেশনার জন্য একটি ইমিনেন্ট পার্সন গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। তার রিপোর্টটি এ সম্মেলনে গৃহীত হবে। সেখানে সাতটি কর্মক্ষেত্র বা পিলার চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো- কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তা, সংযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, পারস্পরিক যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন।

সম্মেলনের শেষ দিন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে ন্যস্ত হবে। এরপর থেকে বিমসটেক পরিচালনার প্রধান ভূমিকায় থাকবে থাকবে বাংলাদেশ। সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা বিমসটেকের সদস্য দেশের সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এছাড়া তিনি দুটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত থাকবেন। বিমসটেকের চুক্তি হলো মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট কো-অপারেশন। একই সঙ্গে থাইল্যান্ডের সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক সই হবে। এসময় প্রধান উপদেষ্টা ও থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাইড লাইনে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা বৈঠকের জন্য সরকারিভাবে অনুরোধ করেছি। আমাদের আশা করার সঙ্গত কারণও রয়েছে। বৈঠকটি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আঞ্চলিক জোটগুলো সব দেশের শক্তি এক জায়গায় করে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা করে। প্রথমত, আমাদের এ অঞ্চলে কানেক্টিভিটি একটি প্রধান বিষয়। আঞ্চলিক সহযোগিতা ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে সেটাও এ অঞ্চলের ছোট ছোট দেশগুলোর পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। যখন জোটবদ্ধভাবে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন তাতে সমাধানের সম্ভাবনা বাড়বে। যদিও গত ২৫ বছরে বিমসটেকের উল্লেখযোগ্য ফুটপ্রিন্ট দেখতে পাইনি তবুও এবার কিছু কিছু ফোকাস এরিয়া নির্দিষ্ট রয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে বাস্তবসম্মত কার্যক্রম তৈরি করার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে এগুলো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে যা করা যায় তা একক রাষ্ট্রের পক্ষে করা খুবই দুরূহ, বলেন শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব আরও বলেন, কানেক্টিভিটি এ অঞ্চলের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। বিশেষ করে যাদের সমুদ্রে অ্যাক্সেস পাওয়া কঠিন, আমরা কিন্তু কানেক্টিভিটি কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবো না, দেওয়ার অবস্থা আমাদের নেই। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংকক ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাতটি দেশ (বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড) নিয়ে বিমসটেক আঞ্চলিক জোট গঠিত হয়।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবকুপা পদাধিকারীদের পদত্যাগের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের

ডায়মন্ড হারবার, ২ এপ্রিল (হি.স.): ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপা পদাধিকারীদের পদত্যাগের দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সমাজের। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার বিভিন্ন পদে যাদের নির্বাচিত করা হয়েছে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন।

এমনকি বিভিন্ন সময়ে ছাত্রীদেরকে হেনস্তাও করেছেন তারপরেও তাদেরকে কীভাবে ওয়েবকুপার পদ দেওয়া হল তার প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করেন তৃণমূলপন্থী অধ্যাপক সমাজ ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। দাবি জানান, অবিলম্বে ওয়েবকুপার পদাধিকারীদের পদত্যাগ করতে হবে। বিক্ষোভকারীদের দাবি না মানা হলে আন্দোলন দীর্ঘ হবে এমন হুশিয়ারিও দেন বিক্ষোভকারীরা।

হিন্দুত্বচিন্তার প্রসারে বাংলার অবদানের ব্যাখ্যায় তথাগত

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): হিন্দুত্বচিন্তার প্রসারে বাংলার অবদানের ব্যাখ্যা করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

বুধবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আমরা বাঙালি হিন্দুরা জানি না, বর্তমান ভারতে যে হিন্দুত্বচিন্তার প্রসার ঘটেছে তার পিছনে বাংলার কতখানি অবদান। জেনে রাখা ভাল।

যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতে হিন্দুকে জাগ্রত ও সংগঠিত করেছে তার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকে তাঁর জন্মবার্ষিকী, তাঁকে প্রণাম।

তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর মায়ের মত যত্ন করে সংঘকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন, যার ফলে আজ সংঘ পৃথিবীর বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ইনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সন্তান স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে ব্রহ্মচারী ছিলেন, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি আশ্রমে থেকে দুর্ভিক্ষের ত্রাণকাজ করেছিলেন। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রচারক। ইনি আমেদাবাদের রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সেক্রেটারি (পরে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ) স্বামী আত্মস্থানন্দজীর (সত্যকৃষ্ণ মহারাজ) প্রেরণায় জীবন কাটিয়েছেন।

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

৬ই এপ্রিল বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস বিলোনিয়া দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ এপ্রিল:আগামী ৬ই এপ্রিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিজেপি প্রদেশ কমিটির পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রদেশ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এবং কর্মসূচিগুলোকে সফলভাবে রূপায়ণের জন্য আজ বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে বিলোনিয়া দক্ষিণ জেলা কার্য্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। এছাড়াও ছিলেন বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি শংকর রায়, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত সহ জেলার সাতটি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সহ বিভিন্ন মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

সভার শেষে আজকের বৈঠক সম্পর্কে তুলে ধরেন বিজেপি প্রদেশ সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত। তিনি জানান ৬ই এপ্রিল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তা চলতে থাকবে। ৬ই এপ্রিল বুথ থেকে মন্ডল এবং জেলা যেখানে যেখানে বিজেপির দলীয় কার্য্যালয় রয়েছে সব জায়গাতেই কার্য্যালয় গুলিকে আলোকসজ্জা সহ বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় স্বচ্ছতা অভিযান বস্তি অভিযান নানাবিধ কর্মসূচি রয়েছে। সক্রিয় কার্য্যকর্তাদের নিয়ে ৯ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে সভা। বিলোনিয়া আর্য্য কলোনী শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে সভায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়াও ১৪ ই এপ্রিল সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন পালন করা হবে।

দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন দুজন সাংবাদিক, ডিআইজিপির সাথে দেখা করলেন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ -র সাংবাদিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন দুজন সাংবাদিক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবিতে ডিআইজিপির সাথে দেখা করেন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ এর সাংবাদিকরা।এদিন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সরকার বলেন, ডিআইজিপির সাথে এই বিষয়ে কথা বলে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পৃথক দুই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের রোষানলের শিকার হয়েছেন সোনামুড়া মহকুমার দুই কর্মরত সাংবাদিক। শুধুমাত্র দুর্ব্যবহার বা গালিগালাজ নয়, দু'জনকেই প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আক্রান্ত দুই সাংবাদিক। দুজন সাংবাদিক হলেন, স্থানীয় প্রবীণ সাংবাদিক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকার এজেন্ট সঞ্জয় আচার্য্যী, অপরজন হলেন বক্সনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ।

৩৪ জনকে নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

উত্তর থাকে, তাহলে ১৬ই এপ্রিল, ২০২৫-এর মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে একতরফা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছেন গোমতির তিনজন, খোয়াইয়ের ৪ জন, পশ্চিমের ৮ জন, সিপাহিজলা জেলার ১৩ জন, ধলাইয়ের ২ জন, উত্তর ও উনাকোটি জেলার একজন করে এবং দক্ষিণ জেলার দুজন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য বোকামি, ইউনূসকে এর ফল ভুগতে হতে পারে মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন

ইমফল, ১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতের মতো একটি দেশ সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য করা কেবল বোকামিই নয়, বরং এর ফল তাঁকে ভুগতেও হতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভূ-রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, বলেছেন মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের উত্তরপূর্ব ভারত সম্পর্কে সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে এ ধরনের মন্তব্যকে 'উস্কানিমূলক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এক বিবৃতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিং বলেন, 'এটা স্পষ্ট, মুহাম্মদ ইউনূস নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তাদের ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একটি কৌশলগত ঘুঁটি হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। এ ধরনের উস্কানিমূলক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য একজন নেতার জন্য শোভনীয় নয়, আমি তাঁর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'

ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়ে বীরেন সিং বলেন, 'এটা একেবারে স্পষ্ট করে বলা উচিত, ভারতের ঐক্য এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা নিয়ে কোনও আলোচনা করা যাবে না এবং কেউই তা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। মুহাম্মদ ইউনূসকে সংযমী হতে হবে, ভারতের মতো একটি দেশ সম্পর্কে বেপরোয়া মন্তব্য করা কেবল বোকামিই নয়, বরং এর ফল তাঁকে ভুগতেও হতে পারে।

দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু, ব্যাপক উত্তেজনা

মুর্শিদাবাদ, ২ এপ্রিল (হি.স.): মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে কন্টেনারবাহী একটি ট্রেলারের ধাক্কায় গত রাতে এক নাবালক-সহ চার জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি মঙ্গলবার রাতে মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত নতুন ডাক বাংলো-জামিয়া কাটান এলাকায় ঘটেছে। এই ঘটনার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃতদেহ তুলতে এসে পুলিশকেও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। জানা গিয়েছে, জামিয়া কাটান এলাকায় একটি মোটরবাইকে চেপে চার জন ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন। সেই সময় ফরাক্কার দিকে যাওয়া একটি কন্টেনার গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে ওই বাইককে ধাক্কা মারে, দুর্ঘটনায় তিন জন যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়, এক নাবালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মৃতরা হলেন - এজাজ শেখ, তৌহিদ শেখ, জাহুল শেখ এবং আসিফ শেখ। সকলের বাড়ি ফরাক্কার উত্তর মহাদেবনগর এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের তোলা আদায় থেকে বাঁচতে দ্রুত গতিতে কন্টেইনারটি পালাচ্ছিল, সেই সময় ধাক্কা মারে বাইকে। দুর্ঘটনার পর সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার করতে এলে আশপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর বাসিন্দা এসে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখেন। পরে পুলিশের উর্ধতন কর্তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

দক্ষিণবঙ্গে এখনই কমবে না গরম, পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির ভ্রূকুটি

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): চৈত্রের মাঝামাঝিতেই গরমে হাঁসফাঁস করছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই গরম আপাতত কমবে না, তবে খুব বেশি গরম বৃদ্ধিও পাবে না। উল্টে দক্ষিণবঙ্গের কয়েক জেলায় চলতি সপ্তাহে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার পরেও অস্বস্তি খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বৈশাখ মাসের এখনও ঢের বাকি, অতচ এখনই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে অত্যধিক গরম। পশ্চিমের জেলাগুলিতে অস্বস্তি আরও বেশি। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই জেলাগুলির পাশাপাশি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানেও বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবার বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে শনিবারও বৃষ্টি হতে পারে। তবে আগামী পাঁচ দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

হুঁশ ফিরছে না রেলের, বিভিন্ন স্টেশনে আগুন জ্বালিয়েই চলছে খাবারের দোকান

কলকাতা, ২ এপ্রিল (হি.স.): কখনও ঘুটিয়ারি শরীফ, কখনও আবার মগরাহাট কিংবা সন্তোষপুর স্টেশন। একের পর এক স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের পরও হুঁশ ফিরছে না রেলের। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বিভিন্ন স্টেশনে এখনও রমরমিয়েই চলছে খাবারের দোকান। স্টেশনের ওপর আগুন জ্বালিয়েই তৈরি হচ্ছে গরম গরম লুচি, কিংবা এগরোল। কোনও কোনও স্টেশনে তো আবার রীতিমতো বিরিয়ানির দোকান বসে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখা যাবে শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার তালদি স্টেশনে। সেদিকে অবশ্য কোনও নজর নেই রেল কর্তৃপক্ষের।

সংসদে বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের কল্যানে শুধুমাত্র ডোনার মন্ত্রক নয়, সমগ্র কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের বিকাশের আন্তরিক দৃষ্টিতে কাজ করছে। নির্ধারিত অর্থ রাশিই শুধু নয়, আরও অতিরিক্ত বিনিয়োগের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে । দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, বিগত অর্থ বছরে ৫৪ টি মন্ত্রকের ৫১ হাজার কোটির বাজেট ছিল, কিন্তু খরচ করা হয়েছে ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৭৪ কোটি। এর থেকেই প্রমাণিত টার্গেট পূর্ণ করাই শুধু নয়, এর অতিরিক্ত বরাদ্দের দিশায় কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মৃত্যু বেড়ে ২১

● প্রথম পাতার পর

২১ জন শ্রমিকের মৃত্যু প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী চৌহান নাগর সিং বলেছেন, 'মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটের দল এই ঘটনার উপর কাজ করছে। গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়ই নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। আমি জেলা কালেক্টরের সঙ্গেও এই বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলেছি, সরকার দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। প্রশাসন আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

বিলটি ভোটাভুটির মাধ্যমে পাশ করাতে চাইছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার। অন্য দিকে, এই বিলের বিরুদ্ধে এককাট্টা বিরোধী জোট 'ইন্ডি'ও।

সিপিআই(এম)-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় রক্তপতাকা উত্তোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: মাদুরাই, তামিলনাড়ুতে আজ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআইএম)-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন শুরু হয়েছে। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবে আজ সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়।দলীয় সমর্থকরা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র ত্রিপুরা নয়, দেশের প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেই আজ দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। কমিউনিস্ট নেতা ভানুলাল এক বিবৃতিতে জানান, এই কর্মসূচি দলের ঐক্য ও লড়াইয়ের প্রতীক।

উল্লেখ্য, সিপিআই(এম)-এর সর্বভারতীয় সম্মেলন ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

হস্ত তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে সুতো বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল:রাজ্যের হস্ত তাঁত শিল্পের বিকাশ ও উপজাতি মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নখইয়াং হামখারাই সোসাইটি এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংস্থার উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত আঠারোমুড়া পাহাড়ের বিলাধন পাড়া এলাকায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হস্ত তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে সুতো বিতরণ করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ধনঞ্জয় দাস, এবং সামাজিক সংস্থার সম্পাদক বিল্লু জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক মহিলার মধ্যে বিনামূল্যে সুতো বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর উন্নয়নে সর্বতোভাবে কাজ করে চলেছে।

তিনি নখইয়াং হামখারাই সোসাইটি-র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এই ধরনের সামাজিক সংস্থাগুলোর আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। মন্ত্রী আরও বলেন, "জনজাতি মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকার একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তাঁত শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে মহিলাদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।"বিশিষ্ট সমাজসেবক ধনঞ্জয় দাস বলেন, "হস্ত তাঁত শিল্প বহু বছর ধরে জনজাতি মহিলাদের জীবিকার অন্যতম প্রধান উৎস।

কিন্তু অনেক সময় কাঁচামালের অভাবে তাঁরা কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না। এই উদ্যোগ তাঁদের জন্য একটি বড় সহায়তা।"সামাজিক সংস্থার সম্পাদক বিল্লু জমাতিয়া জানান, এ ধরনের প্রকল্প ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

স্থানীয় মহিলারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বিনামূল্যে সুতো পেয়ে তাঁরা তাঁদের কাজ সহজে চালিয়ে যেতে পারবেন এবং নিজেদের জীবিকা আরও সুসংহত করতে পারবেন।এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ উপজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নখইয়াং হামখারাই সোসাইটি-র মতো সংস্থাগুলি যদি এভাবে এগিয়ে আসে, তাহলে রাজ্যের হস্ত তাঁত শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি বহু মহিলার জীবনমানের উন্নতি ঘটবে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং এলাকায় গ্রামবাসীরা। একাধিকবার সমস্যা সমাধান করতে প্রশাসনের নিকট আর্জি জানানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়না। তাই আজ বাধ্য হয়ে ভোর থেকে কুমারঘাট — কৈলাসহর জাতীয় সড়কে অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পানীয় জলের পরিষেবা প্রদান করা হোক।

এদিকে, অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ফলে, নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং দ্রুততার সহিত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

সংশোধনী বিল

● প্রথম পাতার পর

ওয়াকফ বোর্ড কোনওভাবেই ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা করে না।'

এদিকে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল সংসদে পাস হলে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হবে। এমনটাই হুঁশিয়ারি দিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (এআইএমপিএলবি)-এর মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইলিয়াস বলেছেন, 'যদি এই বিলটি সংসদে পাস হয়, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করব। আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আমাদের কাছে থাকা সমস্ত আইনি এবং সাংবিধানিক বিধান আমরা ব্যবহার করব। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালাব।'

ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে, এআইএমপিএলবির মুখপাত্র ডঃ সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেন, 'এই বিলটি বৈষম্যমূলক এবং সাম্প্রদায়িকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দুঃখের বিষয়, বিরোধী সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়গুলিও জেপিসি বিবেচনায় নেয়নি।'

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

● প্রথম পাতার পর

কর্মী সমর্থকরা। ওই ডেপুটেশন প্রদানকে ঘিরপ পুলিশ এবং কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। তাতে গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

আজ গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি, গঙ্গানগর, ডুম্বুর নগর আর ডি ব্লকের পাঁচ মাসের বকেয়া রেগার মজুরি প্রদানের দাবিতে ৪৪ রাইম্যাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেস এর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। মহকুমা সদর এলাকা পরিক্রমা করে ডুম্বুর নগর আরডি ব্লকে প্রবেশের পথে পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এবং পুলিশের মধ্যে একপ্রকার ধস্তাধস্তি হওয়ার পর চার সদস্য এক প্রতিনিধি দল ডুম্বুর নগর আরডি ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে মিলিত হন এবং ডেপুটেশন প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে দাবী সনদ গুলি তুলে দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকর নিকট।

তাদের দাবীগুলি হল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রেগার পাঁচ মাসের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দিতে হবে, রেগার মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে ইত্যাদি। তাদের দাবিগুলি যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পূরণ না করেন তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুশিয়ারি দেন রাইম্যাভ্যালি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি রঞ্জিত ত্রিপুরা, যুব কংগ্রেস সভাপতি বাদল সরকার প্রমূখ্য নেতৃত্ব স্থানীয় লোকেরা।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

● প্রথম পাতার পর

তাছাড়া, আগামী তিনদিন ত্রিপুরার সব জেলায় বজ্রবিদ্যুতের সাথে দমকা বাতাসের গতিবেগ ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় পৌঁছানোর খুব সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রীশ্রী রামঠাকর সেবামন্দিরে ২২তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব আগামী ২৮ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল:পশ্চিম নোয়াবাদী আমতলীস্থিত শ্রীশ্রী রামঠাকর সেবামন্দিরে ২২তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।এ উপলক্ষে আগামী ১৪ই বৈশাখ সোমবার, ২৮শে এপ্রিল, ২০২৫ বিকালে বেদবানী পাঠ শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রসঙ্গ, গঙ্গা আহ্বান উৎসব, অধিবাস প্রত্যুষে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা ও পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হবে।

১৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার, ২৯শে এপ্রিল, ২০২৫ ভোর ৪ টা থেকে ১৬ প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ আরম্ভ মঙ্গলারতী হবে। বাল্যভোগ হবে বেলা ১০ঘটিকায়। শ্রীশ্রী ঠাকুরের সেবা পূজা অন্নভোগ অহোরাত্র নামযজ্ঞ এবং প্রত্যুষে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ হবে। এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

পণের দায়ে নৃশংসভাবে গৃহবধূকে হত্যার ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন সিপিআইএমএল - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল:রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মলয়নগরের গৃহবধূ তানিয়াকে পণের দায়ে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় জড়িত স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বুধবার রাজ্য পুলিশের প্রধান কার্য্যালয়ে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে সিপিআইএমএল লিবারেশন। অভিযুক্ত স্বামীর নাম কৃষ্ণ দেবনাথ।

তানিয়া নম:র বাপের বাড়ির লোকজনরা পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী পনের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরও তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্য্যাতন হয়।এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে পুড়িয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্থানীয় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ক্ষুব্ধ হয়ে তারা মলয়নগরে তাদের সংহতিতে মোমবাতি মিছিলের আয়োজন করে। তারা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সিপিআইএমএল লিবারেশনের পক্ষ থেকে, আগরতলা সদর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানানো হয়েছে এবং একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ বা এসপি স্তরের অফিসারের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু তদন্তের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

বীরচন্দ্রনগর লাসি ক্যাম্পে আত্ম সমর্পনকারী জঙ্গিদের জন্য বিশেষ ক্যাম্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ এপ্রিল: শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর লাসি ক্যাম্পে ৩৭জন আত্মসমর্পনকারী জঙ্গি রয়েছেন। রাজ্য সরকারের উদ্দ্যোগে এই আত্মসমর্পনকারী জঙ্গিদের বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের শুভদ্রসূচনা করা হয়। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সেন্টারের শুভ সূচনা করা হয়।

আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজিপি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, চন্দন সাহা এডিশনাল এসপি এস ব্রাঞ্চ, দক্ষিন জেলার অতিরুক্ত জেলাশাসক হেমন্ত দের্বমা, দক্ষিন জেলার পুলিশ আধিকারিক ময়ুরাকৃষ্ণ চন্দ্রশেখর, পি জি সাহা ডি ডি ও স্কিল ডেভলাপমেন্ট, ভি ডারলং জয়েন্ট ডাইরেক্টর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সহ অন্যরা।

এই ট্রেনিং সেন্টারে আত্মসমর্পনকারীদের কম্পিউটার রিপেয়ারিং, ড্রাইভিং, টেইলারিং ও মোবাইল রিপেয়ারিং এরউপর প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ট্রেনিং এর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বক্তব্য সকলের সামনে তুলে ধরলেন বক্তারা। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

আগামী ৬ই এপ্রিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস, এই প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে ৬ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যক্রমকে সামনে রেখে আজ গোমতী জেলা বিজেপি কার্য্যালয়ে ৩১রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী প্রনজিৎসিংহ রায়,বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক, গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাগ ,গোমতী জেলার অন্তর্গত বাগমা বিধান সভার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, অমরপুরের বিধায়ক রনজিৎ দাস, গোমতি জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সবিতা নাগ, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমীর চক্রবর্তী সহ সকলস্তরের নেতৃবৃন্দদের সাথে সাংগঠনিক বিভিন্ন কার্য্যক্রম নিয়ে আলোচনায় হয়।উপস্থিত সকল নেতারা মিলে সংকল্প করেন যে, ৬ই এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন সূচীর মাধ্যমে গোমতী জেলায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দলীয় আদর্শ প্রচার এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভারতীয় জনতা পার্টির ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করা। সভায় কার্য্যকর্তাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়।

প্রাণনাশের হুমকি

● প্রথম পাতার পর

আচার্যী এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া না দিলে অভিযুক্ত কান্তি সরকার তার পিছু ধাওয়া করেন এবং তার পক্ষে একটি সংবাদ প্রচারের দাবি জানান। কিন্তু দায়িত্বের বাইরে থাকা সংবাদ প্রচার করতে অপারগতা প্রকাশ করলে প্রকাশ্য রাস্তায় সঞ্জয় আচার্য্যীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

সঞ্জয় আচার্য্যীর দাবি, প্রায় দেড় দশক আগে আম্রপল্লী বাগানের নাম করে সরকারি সাহায্য নিয়ে অবৈধভাবে রাবার বাগান তৈরির বিষয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। এরপর থেকেই অভিযুক্ত কান্তি সরকার বিভিন্ন সময় তাকে দেখে দুর্ব্যবহার করতেন। কিন্তু এবার বিষয়টি প্রাণনাশের হুমকিতে গড়ায়। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মেলাঘর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সাংবাদিক সঞ্জয় আচার্য্যী। অভিযোগ পাওয়ার পর থানার ওসি দেবাশীষ সাহা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

একই দিনে আরেকটি হামলার ঘটনা ঘটে কলমচৌড়া এলাকায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তর কলমচৌড়া চৌমুহনী এলাকায় গাঁজা চাষীদের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করার কারণে দুষ্কৃতীদের রোষানলে পড়েন বক্সনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ। অভিযোগ, স্থানীয় গাঁজা চাষী জামসেদ মিয়া তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেন এবং মারধরের চেষ্টা করেন। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপে সাংবাদিক প্রভাত ঘোষ রক্ষা পান এবং পরবর্তীতে কলমচৌড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

একই দিনে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সাংবাদিক মহল। ঘটনাগুলোর নিন্দা জানিয়ে সোনামুড়া প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তুলেছে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যেও এই ঘটনায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

মাসের মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিনিয়োগের প্রচারের লক্ষ্যে একটি রোড ম্যাপ তৈরী করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের কাছে জমা দেবে। এই রোড ম্যাপের মধ্যে রয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ, পরিকাঠামো মূল্যায়ণ, কৃষি, পর্যটন, লজিসটিক্স, আইটি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলির জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলকে পছন্দের বিনিয়োগের গন্তব্য স্থাপনের পাশাপাশি পিপিপি মডেলের উপর গুরুত্ব দেওয়া। তাছাড়া এই এলাকায় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে নীতি সংস্কারের সুপারিশ, সেক্টোরাল গ্রোথ প্ল্যান বাস্তবায়নের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অঙ্গন

নকআউট ক্রিকেটের সেমিফাইনাল : পিটিএজি-তে আজ জেসিসি-র লড়াই সংহতির বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সংহতি এবং জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে সেমিফাইনাল ম্যাচ। এবারকার টি-টোয়েন্টি সিনিয়র লীগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সংহতি ক্লাব একটু এগিয়ে থাকলেও জেসিসি কিন্তু সহজে ময়দান ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। ফাইনালিস্ট হওয়ার লক্ষ্যে আগামীকাল ভাইটাল ম্যাচে জেসিসি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালাতে বদ্ধপরিকর। টিসিএ আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় এবারের টি-টোয়েন্টি লিখ চ্যাম্পিয়ন সংহতি ক্লাব এবং সেমিফাইনালিস্ট জেসিসি-র মুখোমুখি হবে। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে সংহতি ছয় উইকেট এর ব্যবধানে হার্ভে ক্লাব কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছিল।

অপরদিকে জেসিসি ৭ উইকেটের ব্যবধানে মৌচাক কে পরাজিত করে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি ক্রিকেট মরশুমে এই দুই দলের মধ্যে আগামীকাল তৃতীয় সাক্ষাৎকার ঘটবে।

এর আগে কদিন আগে শেষ হওয়া সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি সিনিয়র লীগ আসরে লীগ কাম নকআউট আসরে সংহতি ফাইনালিস্ট এবং জে সি সি সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে আসর শেষ করলেও টুর্নামেন্টে তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকার ঘটেনি। ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে ডাবল লীগ প্রতিযোগিতায় দুইবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল।

দুইবার-ই সংহতি আধিপত্য বিস্তার করে জয়ের ধারা বজায় রেখেছিল। ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথম ম্যাচে সংহতি সাত রানের ব্যবধানে এবং দশ দিন বাদে ফিরতি লিগে প্রায় একইভাবে আট রানের ব্যবধানে জেসিসিকে পরাজিত করেছিল। আগামীকাল সেমিফাইনাল ম্যাচে কোন দল জয়ের হাসি হেসে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পায়, তা নিয়েই এখন ক্রিকেট মহল ভাবছে।

তপন স্মৃতি ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ টিআইটি-তে কসমোপলিটন ব্লাডমাউথ মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনাল ম্যাচ। কসমোপলিটন এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। খেলা টিআইটি গ্রাউন্ডে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল সাড়ে আটটায় ভাইটাল ম্যাচ শুরু হবে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচ। মঙ্গলবারে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে কসমোপলিটন ক্লাব নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি)-কে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে, ব্লাড মাউথ ক্লাব রোমাঞ্চকর ভাবে এক রানের ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। উল্লেখ্য, কসমোপলিটন এবং ব্লাডমাউথ ক্লাবের মধ্যে এবারের মরশুমে এটি কিন্তু প্রথম সাক্ষাৎকার। এর আগে সদ্য সমাপ্ত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি সিনিয়র লীগ ক্রিকেটে কসমপলিটন ক্লাব ফাইনালিস্ট এবং ব্লাডমাউথ ক্লাব সেমিফাইনালিস্ট হিসেবে নৈপুণ্য দেখালেও গ্রুপ লীগ পর্যায়ে এবং মূল পর্বের খেলায় এ মরশুমে কখনও দুই ক্লাবের সাক্ষাৎকার ঘটেনি।

ব্যাটার্স, বোলার এমনকি অলরাউন্ডার হিসেবেও দু-দলেই একাধিক নামিদামি খেলোয়াড় রয়েছেন। ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা। মাঠে কার খেলা কবে কখন চমক তৈরি করে? তা হলফ করে আগের থেকে বলা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক কারণে তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছার লক্ষ্যে আগামীকালের সেমি ফাইনাল ম্যাচে, কসমোপলিটনের শংকর পাল, সৌরভ কর, সৌরভ থুব্রিকর, তন্ময় দাস, চন্দন রায় এবং ব্লাডমাউথের পক্ষে অমিত আলী, সন্দীপ সরকার, রিমন সাহা, উদিয়ান বোস কে, কখন, কেমন খেলা প্রদর্শন করে তাই এখন দেখার বিষয়।

মনেই হয়নি এটা আমাদের হোম ম্যাচ ! কলকাতা চেন্নাইয়ের পর পিচ-বিতর্কে গোয়েনার লখনউ

আইপিএলে পিচ-বিতর্ক দিন দিন বেড়েই চলেছে। কলকাতা, চেন্নাইয়ের পর সেই তালিকায় যোগ দিল লখনউ। মঙ্গলবার পঞ্জাবের কাছে হারের পর একানা স্টেডিয়ামের পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন লখনউয়ের মেন্টর জাহির খান। তাঁর মতে, এটি এমন একটি বিষয়, যা দ্রুত সমাধান করতে হবে।মঙ্গলবার আগে ব্যাট করে মাত্র ১৭১ রান তোলে লখনউ। তাদের ব্যাটারেরা ভাল করে খেলতেই পারছিলেন না। বল পিচে পড়ে থমকে ব্যাটে আসছিল। তবে পঞ্জাব ব্যাট করার সময় মনে হচ্ছিল তারা আলাদা পিচে খেলছে। দ্রুততার সঙ্গে রান তোলে তারা।

হেরে ক্ষিপ্ত জাহির বলেছেন, “পিচ আমাকে বেশ হতাশ করেছে। কারণ এটা আমাদের হোম ম্যাচ ছিল। আইপিএলে প্রতিটা দলই কোনও না কোনও ভাবে হোম ম্যাচের সুবিধা পায়। সে দিক থেকে আমাদের কিউরেটর বোধ হয় ভাবেননি এটা আমাদের হোম ম্যাচ। মনে হচ্ছিল পিচটা পঞ্জাবের কেউ তৈরি করেছে।”জাহিরের সংযোজন, “এটা নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। নতুন একটা দলে যোগ দিয়েছি। তবে আশা করি এই প্রথম এবং শেষ বার পিচ নিয়ে কথা বলতে হবে। আসলে লখনউয়ের দর্শকদের কাছেও এটা হতাশার। ওরা তো নিজের দলের জয় দেখতেই মাঠে আসেন। ভেবেছিলেন প্রথম ম্যাচে জয় দেখবেন। কিন্তু হতাশা নিয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে দল হিসাবে আমরা আত্মবিশ্বাসী। ঘরের মাঠে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব। এখনও ছ’টা ম্যাচ বাকি।”পঞ্জাবের কাছে হেরে খুব একটা হতাশ হতে চাইছেন না জাহির। লখনউয়ের মেন্টরের মতে, আইপিএলে এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর যথেষ্ট সময় রয়েছে। জাহির বলেছেন, “সবে তৃতীয় ম্যাচ খেললাম। এর মধ্যেই দলের কাছে আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, ওদের কাছে ঠিক কী চাইছি। আসলে এই দলটা ফলাফলের জন্য খেলে না। একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে ভালবাসে। আমরা ইতিবাচক দিকগুলোকে মাথায় রাখতে চাইছি। এখনও কিছু কাজ বাকি। সেটা সময়মতো হয়ে যাবে।”

২৭ কোটির পন্থের তিন ম্যাচে ১৭! কোটি কোটি খরচ করেও প্রাপ্তি শুধু হতাশা! ঋষভ, বেঙ্কটেশরা কি এখন দলের বোঝা

প্রতি বছর আইপিএলের নিলাম হয়। প্রতি বছরই দলগুলি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ক্রিকেটার কেনে। কেউ সফল হন, কেউ হন না। পরিচিত নামেদেরও ব্যর্থ হওয়ার উদাহরণ রয়েছে। এ বছরের আইপিএলে সেটা আরও বেশি করে দেখা যাচ্ছে। কারণ যে সব নামী ক্রিকেটার নিলামে প্রচুর দাম পেয়েছেন, তাঁরা বেশির ভাগই হতাশ করছেন। আইপিএলে প্রায় সব দলেরই তিনটি করে ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। সেই বিচারে ছ’জন ক্রিকেটার বেছে নিল আনন্দবাজার ডট কম, যাঁরা অনেক অর্থ পেয়েও নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন না।

ঋষভ পন্থ (৩ ম্যাচে ১৭ রান)

আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার। ২৭ কোটি টাকায় তাঁকে কেনে লখনউ। নেতৃত্বও তুলে দেয়। কিন্তু তিনটি ম্যাচ খেলে ফেললেও তিনি নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। তিন ম্যাচে মাত্র ১৭ রান করেছেন। প্রথম ম্যাচেই শূন্য রানে আউট হন। নেতৃত্বেও আলাদা কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যা শিরোনামে আসতে পারে। লখনউ ইতিমধ্যেই দু’টি ম্যাচ হেরে গিয়েছে।

বেঙ্কটেশ আয়ার (৩ ম্যাচে ৯ রান)

ধরে না রাখলেও মহানিলামে বেঙ্কটেশকে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কেনে কেকেআর। তখনই অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন, এত দাম দিয়ে বেঙ্কটেশকে কেনা যুক্তিসঙ্গত হল কি না। সেটাই দেখা যাচ্ছে তিন ম্যাচের পর। দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁকে ব্যাট করতে হয়নি। বাকি দু’টি ম্যাচে তাঁর অবদান মোটে ৯ রান। আগের ম্যাচে যে ভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে আউট হয়েছেন, তাতে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য যে এত টাকা পেয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছে কি না।

যশস্বী জয়সওয়াল (৩ ম্যাচে ৩৪ রান)

২৩ বছরের কোনও ক্রিকেটারকে ধরে রাখা হচ্ছে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে, এমন ঘটনা আইপিএলে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু যশস্বী এই সম্মান নিজেই আদায় করে নিয়েছিলেন। ওপেন করতে নেমে তাঁর উপর ভরসা করা যায়। কারণ তিনি আগ্রাসী ভঙ্গিতে ইনিংস শুরু করতে পারেন। তবে এই আইপিএলে এখনও পর্যন্ত যশস্বীর ব্যাটে-বলে ঠিকঠাক সংযোগ হয়নি। তিন ম্যাচে মাত্র ২৯ রান করেছেন। দু’টি ম্যাচে দু’অঙ্কের রানেও পৌঁছোতে পারেননি। তার খেসারতও দিতে হয়েছে রাজস্থানকে।

রোহিত শর্মা (৩ ম্যাচে ২১ রান)

তাঁকে নিলামের টেবিলে উঠতে হয়নি। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ১৬.৩০ কোটি টাকায় ধরে রেখেছিল। তবে এ বছর রোহিত মোটেই ফর্মে নেই। দেশের জার্সি থেকে ক্লাবের জার্সি, কোনও কিছুতেই ফর্মে ফেরানো যাচ্ছে না রোহিতকে। তিন ম্যাচে ২১ রান করেছেন। দেশের জার্সিতে এমনিতেই তাঁর জায়গা টলমল। খারাপ ফর্ম চলতে থাকলে মুম্বইয়ের দল থেকেও না বাদ পড়েন!

অভিষেক শর্মা (৩ ম্যাচে ৩১ রান)

গত মরসুমে অভিষেককে রাতারাতি শিরোনামে এনেছিল হায়দরাবাদের হয়ে তাঁর অতি আগ্রাসী ব্যাটিং। শুরু থেকেই যে ভাবে খেলেন, তার প্রশংসা করেছিলেন অনেকেই। একার হাতে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছেন অভিষেক। ভারতীয় দলেও ডাক পেয়েছেন। তরুণ ব্যাটারকে ১৪ কোটি টাকা দিয়ে ধরে রাখে হায়দরাবাদ। তবে এ মরসুমে তাঁর ব্যাট থেকে রান উধাও। তিন ম্যাচে ৩১ রান তারই প্রমাণ। ট্রেভিস হেড রান পেলেও সঙ্গী অভিষেক বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন। দলে আর এক ওপেনার ঈশান কিশন থাকায় চাপও বাড়ছে পঞ্জাবের ব্যাটারের।

রিঙ্কু সিংহ (৩ ম্যাচে ২৯ রান)

২০২৩ সালে পাঁচ ছক্কা রিঙ্কুকে বিখ্যাত করেছিল। তার পরে ভারতীয় দলের হয়ে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ধারাবাহিক ভাবে খেলছেন। মহানিলামে তাঁকে ১৩ কোটি টাকায় ধরে রাখে কেকেআর। তবে এ বার রিঙ্কুর ব্যাট চলছে না। আগের ম্যাচে পাওয়ার প্লে-তে ব্যাট করতে নেমেছিলেন। সুযোগ ছিল বড় রান করার। রিঙ্কু সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন।

পিছোচ্ছে বুমরাহের মাঠে ফেরা! কবে তাঁকে প্রথম একাদশে পাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স?

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে জসপ্রীত বুমরাহকে পাবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু তাঁর মাঠে ফিরতে আরও দেরি হবে। আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন বুমরাহ। পিঠের চোট সেরেছে তাঁর। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।জানা গিয়েছে, চিকিৎসকেরা শুরুতে বুমরাহের চোট যতটা গুরুতর ভেবেছিলেন, পরে দেখা গিয়েছে পেসারের চোট তার থেকে একটু বেশিই গুরুতর। ফলে তাঁর ফিরতে আরও সময় লাগবে। বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, “বুমরাহের চোট একটু বেশিই গুরুতর। তাই মেডিক্যাল দল ওকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। তাড়াহুড়ো করলে পরে আবার চোট লাগতে পারে। বুমরাহ নিজেও খুব সতর্ক। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ও বোলিং শুরু করেছে। কিন্তু পুরোদমে বল করতে আরও অনেকটা সময় লাগবে। বুমরাহ কবে ফিরবে তার কোনও নির্দিষ্ট তারিখ জানি না। তবে মনে হচ্ছে, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের আগে ও ফিরতে পারবে না।”অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্টে পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। তার পর থেকে তাঁকে মাঠে দেখা যায়নি। প্রথমে মনে করা হয়েছিল, অস্ত্রোপচার করাতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করাতে হয়নি। বুমরাহকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলেছে ভারত। চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। আইপিএলে এখনও বুমরাহকে পায়নি মুম্বই। এখন দেখার কবে মাঠে ফিরতে পারেন তিনি।অস্ট্রেলিয়া সফরে চোট পেয়েছিলেন ভারতের আর এক পেসার আকাশ দীপ। তিনিও সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে তারও মাঠে ফিরতে সময় লাগবে। বোর্ডের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, ১০ এপ্রিলের মধ্যে ফিরতে পারবেন আকাশ। এ বার লখনউ সুপার জায়ান্টসে রয়েছেন তিনি। লখনউয়ের আর এক পেসার মায়াঙ্ক যাদবও চোটে রয়েছেন। তিনিও এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাঠে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন ওই আধিকারিক।

টি-টোয়েন্টির পর নিউ জিল্যান্ডের কাছে এক দিনের সিরিজেও হার পাকিস্তানের, ব্যর্থ ব্যাটারেরা

নিউ জিল্যান্ডে খেলতে গিয়ে পাকিস্তানের দুরবস্থা কাটছেই না। টি-টোয়েন্টির পর এক দিনের সিরিজেও হেরে গেল তারা। বুধবার হ্যামিল্টনে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে হেরে গেল পাকিস্তান। ব্যর্থ বাবর আজমদের ব্যাটিং।

দুই ক্রিকেটারের সৌজন্যে লজ্জা থেকে বাঁচল তারা। হারল ৮৪ রানে।টসে জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছিল পাকিস্তান।

পাকিস্তান ক্রিকেটে গড়াপেটার ছায়া, ২৪ জন ক্রিকেটারের এজেন্টের বিরুদ্ধে শুরু তদন্ত

আবার ম্যাচ গড়াপেটার কালো ছায়া পাকিস্তান ক্রিকেটে। পাকিস্তানের অন্তত ২৪ জন ক্রিকেটারের এজেন্টের বিরুদ্ধে ম্যাচ গড়াপেটার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযুক্ত এজেন্টকে নির্বাসিত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড। তার পরে টনক নড়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। ওই এজেন্টের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছেন মহসিন নকভিরা।মুঘিজ আহমেদ শিয়ারাচিকের সংস্থা ‘ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশন’ গত বছর পাকিস্তানের ২৪ জন ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি করেছে। সেই ক্রিকেটারেরা হলেন আমির জামাল, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, আবদুল্লা শফিক, আরাফাত মিনহাস, হাসিবুল্লা, জাহানদাদ খান, কামরান গুলাম, খুর্রম শাহজাদ, মহম্মদ আলি, মহম্মদ হুসনেইন, মহম্মদ হুরেইরা, ইরফান নিয়াজি, নাসিম শাহ, নৌমান আলি, শাহিবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, সাজিদ খান, শাদাব খান, সুফিয়ান মুকিব, তৈয়ব তাহির, ইমাম উল হক, মহম্মদ হ্যারিস, সরফরাজ আহমেদ ও উসামা মির।ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডে ক্রিকেটারদের এজেন্ট হিসাবে নাম নথিভুক্ত রয়েছে মুঘিজের। বোর্ডের দুর্নীতি-দমন নীতি চার বার ভেঙেছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সংস্থায় চুক্তিবদ্ধ পাক ক্রিকেটারদের খেলানোর জন্য ইংল্যান্ডের এক কোচকে তিনি ঘুস দিতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই কোট সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে জানান। তার পরেই মুঘিজকে নির্বাসিত করেছে ইংল্যান্ড বোর্ড।এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর পদক্ষেপ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। মুঘিজের সংস্থার সঙ্গে চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দ্রুত চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসতে। ইতিমধ্যেই কয়েক জন সেই কাজ করেছেন। মুঘিজ ও তাঁর সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চেষ্টা করছে ক্রিকেটারদের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে আরও কড়া আইন নিয়ে আসতে। যাতে ইচ্ছা করলেই কোনও সংস্থা কোনও ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে।২০১০ সালে এই রকমেরই এক এজেন্টে মাজহার মাজিদের কথায় স্পট ফিক্সিং করেছিলেন পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটার সলমন বাট, মহম্মদ আসিফ ও মহম্মদ আমির। সেই ঘটনাও ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। জেলের সাজা হয়েছিল মাজিদের। জানা গিয়েছিল, পাকিস্তানের বেশ কয়েক জন সিনিয়র ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। তাই এ বার দেরি করতে চাইছেন না নকভিরা।পাকিস্তানের তিন সিনিয়র ক্রিকেটার বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শাহ আফ্রিদি অবশ্য অন্য একটি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। সেই সংস্থার নাম ‘সায়া কর্পোরেশন’। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম উল হকের যোগ রয়েছে সেই সংস্থায়। সেই কারণেই ২০২৩ সালে প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছিল ইনজামামকে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান : তিন গ্রাউন্ডের আনুষ্ঠানিক শুরু আজ, উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে আগামীকাল। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর হাত দিয়ে শিলান্যাস ঘটেছিল এই বাধার ঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের। প্রস্তাবিত ওই কমপ্লেক্সের অন্যতম আইটেম ছিল সিনথেটিক অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক। দীর্ঘ বছর পর আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হতে চলেছে। অনেক এথলেট বিষয়টাকে শিহরিত হওয়ার মতো দেখছেন। তবে আগামীকাল শুধু এই নবনির্মিত সিনথেটিক অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক-ই নয়, একই সঙ্গে তিনটি গ্রাউন্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। বাধারঘাটের দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে নবনির্মিত সিনথেটিক অ্যাথলেটিকস ট্র্যাক, সিনথেটিক হকি গ্রাউন্ড, অ্যাস্ট্রো টার্ফ ফুটবল গ্রাউন্ড - এই তিনটি ক্রীড়া পরিকাঠামো আগামীকাল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পাশাপাশি রাজ্যের তিনজন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের নামাকরণে সেগুলো নামাঙ্কিত হতে যাচ্ছে। দেবভক্তি জমাতিয়ার নামে অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, স্বদেশ প্রিয় নন্দীর নামে হকি গ্রাউন্ড এবং প্রতুল ভট্টাচার্য্য-এর নামে ফুটবল গ্রাউন্ডের নামাকরণ করা হবে। আগামীকাল বেলা বারোটায় এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসার) ডাক্তার মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে মন্ত্রীসভার সদস্য তথা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন রাজ্য বিধানসভার সদস্যা মিনারানী সরকার। ক্রীড়ামোদী মহলের প্রত্যেককে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

হায়দরাবাদের মাঠ ছাড়ার হুঁশিয়ারির জেরে পিছু হটল রাজ্য সংস্থা, কী ফয়সালা হল

সংঘাত লেগেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার। রাজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলকে অভিযোগও করেছিল হায়দরাবাদ। তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। অবশেষে সমস্যার সমাধান হল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হুঁশিয়ারির জেরে পিছু হটতে হল হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থাকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগে রাজ্য সংস্থাকে বিনামূল্যে যত টিকিট দেওয়া হত, তত টিকিটই আগামী দিনে দেওয়া হবে। টিকিটের সংখ্যা বাড়বে না।

হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, “হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। তার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে আগের হিসেব অনুযায়ী মোট দর্শকাসনের ১০ শতাংশ টিকিট রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে দেওয়া হবে।” হায়দরাবাদের স্টেডিয়ামে খেলা হলে ৩৯ হাজার টিকিটের ১০ শতাংশ, অর্থাৎ, ৩৯০০ টিকিট পাবে হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা। তার মধ্যে ২৪০০ টিকিট ক্রিকেট সংস্থার সদস্য ও অধীনস্থ ক্লাবগুলিকে দেওয়া হবে। বাকি ১৫০০ টিকিট পুলিশ, জল দফতর, বিদ্যুৎ দফতর ও রাজ্য সরকারের অন্য দফতরগুলিকে দেওয়া হবে।হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে টিকিট নিয়ে সমস্যা হয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। তাদের অভিযোগ ছিল, প্রতিটি ঘরের ম্যাচের জন্য রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে বিনামূল্যে অনেক টিকিট দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা আরও টিকিট চাইছিল। তাদের ভয় দেখানো হচ্ছিল বলেও অভিযোগ করে হায়দরাবাদ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ও আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলকে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছে তারা। হায়দরাবাদ জানিয়েছিল, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ঘরের মাঠ বদলে ফেলবে তারা। অন্য কোনও রাজ্যে নিজেদের ঘরের ম্যাচ খেলবে হায়দরাবাদ।অভিযোগপত্রে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনাথ টিবি লেখেন, “হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থা, বিশেষ করে সংস্থার সভাপতি যে অপেশাদার মনোভাব দেখাচ্ছেন ও হুমকি দিচ্ছেন তা দেখে মনে হচ্ছে ওরা চায় না আমরা এই মাঠে খেলি। যদি সেটাই হয় তা হলে দয়া করে লিখিত আকারে আমাদের তা জানানো হোক। তা হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, তেলঙ্গনা সরকার ও আমাদের ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে ঘরের মাঠ বদলে ফেলব আমরা।”ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সব কথা জানায় তেলঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডিকে। তা শুনে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনের এক সূত্র বলেন, “নজরদার প্রধান (ভিজিল্যান্স চিফ) কোথাকোটা শ্রীনিবাসকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদি হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার কেউ দোষী প্রমাণিত হন, তা হলে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।” সেই সময় সানরাইজার্স হায়দরাবাদের করা অভিযোগ উড়িয়ে দেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি জগন্মোহন রাও। তিনি জানান, বিনামূল্যে টিকিট দেওয়ার কোনও দাবি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে করা হয়নি। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হল।

হঠাৎই দল বদলাতে চাইছেন যশস্বী, কোথায় যেতে চাইছেন ভারতীয় দলের ওপেনার?

এমনিতেই আইপিএলে রান পাচ্ছেন না। তার মাঝেই যশস্বী জয়সওয়ালের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে হঠাৎই জল্পনা শুরু হয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে আর মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে চান না তিনি। পরের মরসুম থেকে গোয়ায় যোগ দিতে চান। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার (এমসিএ) কাছে ‘নো অবজেকশন সার্টিফিকেট’ বা এনওসি চেয়েছেন তিনি।‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ ওয়েবসাইট এমনই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেই ওয়েবসাইটে এমসিএ-র এক কর্তা বলেছেন, “আমাদের কাছে এনওসি চেয়েছে যশস্বী। কেন গোয়ায় যাচ্ছে, সে সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায়নি।”২৩ বছর বয়সী যশস্বীর কাছে এই সিদ্ধান্ত বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ গোয়া সবে নকআউট পর্বে উঠেছে। অতীতে অর্জুন তেন্ডুলকর এবং সিদ্ধেশ লাড মুম্বই ছেড়ে গোয়ার হয়ে খেলেছেন। সেই পথে হাঁটতে পারেন যশস্বীও। কেন মুম্বই ছাড়ছেন তা নিয়েই জল্পনা হচ্ছে। কারণ ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললে প্রথম একাদশে যশস্বীর জায়গা পাকাই থাকে।আদতে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহীর ছেলে হলেও যশস্বী বড় হওয়া এবং ক্রিকেট খেলার শুরু মুম্বই থেকেই। স্কুল প্রতিযোগিতা হ্যারিস শিল্ডে খেলেছেন। ক্রিকেট খেলার জন্য মুসলিম ইউনাইটেডের তাঁবুতে রাত কাটাতেন। ফুচকাও বিক্রি করেছেন মুম্বইয়ের রাস্তায়। পরে কোচ জ্বালা সিংহের চোখে পড়ে যান এবং জীবন বদলে যায়। গত বছর মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন যশস্বী। জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুই ইনিংসে ৪ এবং ২৬ রান করেছিলেন। তার পরে বিদর্ভের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচেও দলে তাঁর নাম ছিল। যদিও গোড়ালির চোট দেখিয়ে সেই ম্যাচে খেলেননি যশস্বী।অনূর্ধ-১৯ পর্যায় থেকেই মুম্বইয়ের হয়ে খেলছেন যশস্বী। কয়েক মরসুম আগে বিজয় হজারে ট্রফিতে দ্বিশতরান করেছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল খেলার সুবাদেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পেয়েছেন। তার পর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মুম্বইয়ের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৬টি ম্যাচ খেলে ৩৭১২ রান করেছেন তিনি।

বক্সার লোগান পলের চ্যালেঞ্জ নিলেন মেসির দেহরক্ষী, বক্সিং রিংয়ে মুখোমুখি হবেন চেউকো

লিয়োনেল মেসিকে বক্সিং ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার জন্য একাধিক বার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন লোগান পল। ইউটিউবার থেকে বক্সার হওয়া পলের আমন্ত্রণের কখনও কোনও জবাব দেননি লিয়ো। তার পর পল বক্সিং লড়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান মেসির দেহরক্ষী ইয়াসিন চেউকোকে। তাঁর সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন চেউকো।গত সপ্তাহে সমাজমাধ্যমে অনুশীলনের ভিডিয়ো দেন পল। সেই ভিডিয়োয় তাঁকে পাঞ্চিং ব্যাগে ঘুষি মারতে দেখা যায়। সেই ভিডিয়োয় চেউকোকে লড়াইয়ে আমন্ত্রণ জানান। বিতর্কের শুরু বিজ্ঞাপন ঘিরে। মেসি একটি পানীয়ের (এনার্জি ড্রিঙ্ক) বিজ্ঞাপন করেন। পলও একই ধরনের অন্য একটি পানীয়ের মুখ। পল যে সংস্থার হয়ে প্রচার করেন, সেই সংস্থার দাবি তাঁদের বিজ্ঞাপন নকল করা হয়েছে মেসির বিজ্ঞাপনে। মেসি যে সংস্থার পণ্যের প্রচার করেন, তারা এই অভিযোগ মানতে নারাজ। দুই সংস্থাই নিজেদের দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আইনি লড়াইয়ের মাঝেই মেসিকে বক্সিং লড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পল। তিনি বলেছিলেন, মেসি তাঁকে হারাতে পারলে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কিছু না বললেও পলকে আইনি নোটিশ পাঠান চেউকো। বলেন, মেসির পরিবর্তে তিনি লড়াই করবেন। তার পরই পুয়োর্তো রিকোয় লড়াইয়ের জন্য চেউকোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পল। একই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটি শর্ত। তা হল, চেউকো লড়াইয়ে হেরে গেলে তাঁকে পলের বিজ্ঞাপিত পানীয় খেতে হবে প্রকাশ্যে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সরকার কৃষিতে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে: কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম পায় সেদিকে সকলকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার কৃষিতে রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করছে। তাই কোনও চাষযোগ্য জমিকে খালি রাখা যাবে না। আজ বামুটিয়া ব্লকের উত্তর লক্ষ্মীলুঙ্গায় নবনির্মিত বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিত্তি হলো কৃষি। উন্নতমানের বীজ, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, নিয়মিত মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে কম জমিতে বেশি ফসল ফলানো সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষিক্ষেত্রের পরিচর্যা ও দেখাশুনার ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারের উপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, রাজ্য বিভিন্ন ধরনের বীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আসামের পরেই ত্রিপুরা রাজ্যের এই কৃতিত্ব রয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা ও ভাইস চেয়ারম্যান টুটন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, সমাজসেবী শিবেন্দ্র দাস, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ফণীভূষণ জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা রাজীব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে কৃষকদের বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত শিশু সহ দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: ভয়াবহ অটো দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত হয়েছে শিশু সহ দুই মহিলা। আজ বিকেলে বিশালগড় বক্সনগর সড়কে মেত্তাবাড়ি এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ বিকেলে টিআর০৭এ৩৮৪৩ নম্বরের একটি অটো গাড়ী যাত্রী নিয়ে বিশালগড় থেকে বক্সনগর উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মেত্তাবাড়ি এলাকায় দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি গাছের সাথে স্বজোরে ধাক্কা লাগে। গাছের সাথে অটো গাড়ির সংঘর্ষে অটো থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান গাড়িতে থাকা শিশু সহ দুই মহিলা যাত্রী। অটো গাড়ির সামনের অংশটি দুমড়েমুচড়ে যায়। তবে চালকের অসাবধানতার কারণে এই দুর্ঘটনাটি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আহতদের পরিবারের সদস্যরা। তবে আহত যাত্রীদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে তাদের বাড়ির বিশালগড় মহকুমায়।সাথে সাথে তাঁদেরকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানকার চিকিৎসকরা আহতদের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: শিল্পনগরী বোধজংনগরে প্রাণ বেভারেজ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার বোধজংনগর শিল্প নগরী এলাকায়।

উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, এজিএম অঞ্জনাভ মজুমদার এইচআর ম্যানেজার কাজল দেব সহ অন্যান্যরা। এই রক্তদান শিবিরে মোট ১০০জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছেন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন রক্তদান এক মহৎ দান। এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও রক্তের বিকল্প এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। একমাত্র রক্ত দানের মধ্য দিয়েই রক্তের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি

বলেন রক্তদান করলে তিন মাসের মধ্যেই নিজের শরীরে সেই রক্তের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। রক্তদান নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন। রক্তদানের মত মহৎ কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মনগরে ৯ এপ্রিল থেকে রাজ্যভিত্তিক যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল: ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক যাত্রা উৎসব আগামী ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। যাত্রা উৎসব চলবে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত। আগামী ৯ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যভিত্তিক যাত্রা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১৩টি যাত্রা দল রাজ্যভিত্তিক যাত্রা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। ৯ এপ্রিল থেকে যাত্রা শুরু হলেও চৈত্র সংক্রান্তি ও ১লা বৈশাখ উপলক্ষে মাঝে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবেনা।

রাজ্যভিত্তিক যাত্রা উৎসব সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে গত ৩০ মার্চ ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা রিপন চাকমা, সাংবাদিক সমর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। যাত্রা উৎসবকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন আলোচনা করা হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ধর্মনগর যাত্রামঞ্চের পরিবেশনা "মা মাটি মানুষ" যাত্রাপালা, ১০ এপ্রিল কমলপুরের কালিমাতা নাট্যসংস্থার পরিবেশনা "লালন ফকির", ১১ এপ্রিল আগরতলা নীলকণ্ঠ সোসিয়েল এন্ড কালচার‍্যাল অর্গানাইজেশনের পরিবেশনা "বেহুলা লক্ষীন্দর", ১২ এপ্রিল ধর্মনগরের নবোদয় নাট্যসংস্থার পরিবেশনা "গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম", ১৩ এপ্রিল আগরতলার পঞ্চজন্য নাট্যসংস্থার যাত্রাপালা "নটী বিনোদীনি", ১৬ এপ্রিল কল্যাণপুর খোয়াই জেলার মনমোহন ঘোষ স্মৃতি সংঘের যাত্রাপালা "কলঙ্ক ভজন", ১৭ ঊনকোটি জেলার সায়দাপাড়ের শিবশক্তি নাট্য সংস্থার "বেদীনির প্রেম", ১৮ এপ্রিল ধর্মনগরের কালিকা নাট্য সংস্থার "সন্তান হারা মা", ১৯ এপ্রিল দক্ষিণ জেলার জোলাইবাড়ির ত্রিপুরেশ্বরী অ্যামেচার যাত্রা পার্টির "ভক্ত ও ভগবান", ২০ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আনন্দনগরের আনন্দলোক নাট্য অপেরার যাত্রাপালা "গঙ্গা পুত্র ভীষ্ম", ২১ এপ্রিল অমরপুরের চরবাক ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যাত্রাপালা "জীবন নদীর তীরে", ২২ এপ্রিল আগরতলার পিপলস থিয়েটারের যাত্রা পালা "জয় বাবা তারকনাথ" ও ২৩ এপ্রিল ধর্মনগরের তিলথৈ এর নিউ কল্যাণ অপেরার যাত্রাপালা "সিদুর দিয়ে কিনলাম" পরিবেশিত হবে।

দীর্ঘ ৩২ বছর পর সরকারের উন্নয়ন প্রবেশ করলো সিদ্ধি আশ্রম পুলিশ পাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল : দীর্ঘ ৩২ বছর পর সরকারের উন্নয়ন প্রবেশ করলো বাধারঘাট বিধানসভা অন্তর্গত সিদ্ধি আশ্রম পুলিশ পাড়ায়। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নে নবনির্মিত রাস্তা পেয়ে এলাকার আট থেকে আশি প্রত্যেক নাগরিকের চোখে মুখে উচ্ছাস। প্রসঙ্গত, ১৯৯২ সালে এই রাস্তা শেষবারের মতো মেরামত করেছিলেন বাধারঘাট এলাকার জনপ্রিয় বিধায়ক স্বর্গীয় দিলীপ সরকার।

আজ ওই রাস্তা পুনরায় মেরামত করে পিচ করে দিলেন বাধারঘাট এলাকার বিধায়িকা তথা দিলীপ সরকারের ছোট বোন মিনারানী সরকার। বিধায়িকা পরিদর্শনে গেলে এলাকার মানুষ তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। রাস্তা মেরামত করে দেওয়ায় এলাকার জনগণ এতটাই উচ্ছ্বাসিত হন যে বিধায়িকা পরিদর্শনে গেলে তাঁকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানায় এবং বিধায়িকা ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

দেশী মদের কারখানায় পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ এপ্রিল: অবৈধ দেশি মদে ছেয়ে গেছে পানিসাগর থানাধীন বেতাঙ্গী এলাকা। তবে এই খবর পুলিশের নিকট আসতেই তড়িঘড়ি এলাকায় হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ দেশি মদ সহ মদ তৈরীর বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনা পানিসাগর থানায় এলাকার পূর্ব তিলথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতাঙ্গী এলাকায়।

থানার ওসি সুমন্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুলিশ দুপুর ১টা নাগাদ উক্ত এলাকায় হানা দিয়ে সরকারি জমিতে অবৈধ উপায়ে গড়ে উঠা দেশি মদের কারখানা গুলোতে হানা দেয়। পুলিশি অভিযানের খবর আচ করতে পেরে আগেই গা ঢাকা দেয় কারখানার মালিকরা।

তবে পুলিশ প্রায় ৫০০ কেজি দেশি মদ তৈরির সামগ্রী এবং ৪০০ লিটার দেশি মদ বিনষ্ট করে। তাছাড়াও বিনষ্ট করা হয় একাজে জড়িত বিভিন্ন বাসনপত্রও। পুলিশ জানায় এ ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে থানা এলাকায়। অপর দিকে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে আগে থেকেই নেশা কারবারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে এই বিষাক্ত দেশি মদ পান করে বহু মানুষ শারীরিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানা যায়। এক কথায় স্বল্প দামে অধিক নেশায় আসক্ত হওয়ার জন্য দেশি মদের দিকে ঝুঁকছে মানুষ। তাছাড়া ভেজাল এই দেশি মদে ছেয়ে গেছে বিভিন্ন এলাকা। এর বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, দাবি স্থানীয়দের।

নেশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা দুই যুবকের ওপর হামলা, তেলিয়ামুড়ায় উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল : নেশার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাওয়া দুই যুবককে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে। আহত দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।জানা গেছে, আহত যুবক কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন চেন্নাইয়ে ছিলেন এবং সম্প্রতি ঈদ উপলক্ষে বাড়ি ফিরেছিলেন। গত শনিবার রাতে ঈদ উদযাপন শেষে দুই ভাই ঘুমিয়ে পড়েন। অভিযোগ, গভীর রাতে কিছু স্থানীয় ব্যক্তি তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন।এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহতরা এই বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুর্ঘটনার শিকার অটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল : বাগমা কড়ইমুড়া দক্ষিণ গেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয় অটো। সংঘর্ষের ফলে অটো চালকের পা আটকে যায়। যদিও তিনি অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বাগমা কড়ইমুড়া দক্ষিণ গেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয় একটি অটো। সংঘর্ষের ফলে অটো চালকের পা আটকে যায়। যদিও তিনি অল্পেতে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। নিজের ভুলেই অটো চালক সঞ্জীব দাসের পা আটকে যায়।সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত অটো চালককে তেপানিয়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দক্ষিণ জেলা সফরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ এপ্রিল: দক্ষিন জেলার শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া, রাজনগর, কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিলোনিয়া সফরে আসেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। বুধবার দুপুর দুইটায় বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে সাংগঠনিক সভার শুরুতে সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জানান তিনটি বিধানসভার ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে মিলিত হয়ে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে।গত ২৭ শে মার্চ দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে ৩৬৪ জন সভাপতিদের নিয়ে সভা হয়। সে সভায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, মূলত কংগ্রেস দলকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রদেশ কংগ্রেস থেকে শুরু করে বুথ কংগ্রেস পর্যন্ত কমিটির পুনর্গঠন এবং প্রতিটি ব্লকে মন্ডল কমিটি, বুথ কমিটি, এবং বিএলএ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বুথ চলো অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে দুমাস ব্যাপী কর্মসূচি চলছে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে শান্তিরবাজার বিলোনীয়া রাজনগর। ব্লকে কর্মসূচি আগামী দিন ব্যাপকভাবে শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা বলেন।আগামী ৮ ও ৯ ই এপ্রিল গুজরাটের আমেদাবাদে সর্বভারতীয় প্লেনারী সংগঠিত হবে ২৫ তম এই প্লেনারী। ব্লক ভিত্তিক ব্যাপক ভাবে কর্মসূচী সংগঠিত করা,পাশাপাশি রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য,সহ বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলকে দায়িত্ব শিল বিরোধী হিসাবে মাঠে অবতীর্ণ করার জন্য এই সাংগঠনিক পরিক্রমা বলে বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা।বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা দক্ষিণ জেলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি, দক্ষিণ জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অজিতাভ মজুমদার, ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

২ লক্ষ টাকার অবৈধ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ এপ্রিল: কৈলাসহর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে জঙ্গল থেকে পাচারের জন্য মজুদ রাখা প্রচুর পরিমাণ সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এব্যাপারে বুধবার সংবাদমাধ্যমকে কৈলাসহর থানার ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী জানান, কৈলাসহর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে কৈলাসহর লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে একটি জঙ্গলের মধ্যে তিনটি কার্টুন ফেলে রাখা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে কৈলাসহর থানার এসআই আশিস পাল সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং এই তিনটি কার্টুন উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এই তিন কার্টুনের ভিতরে প্রায় ৯০প্যাকেট সিগারেট পাওয়া যায়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ টাকা হবে। সেই সিগারেটগুলি অবৈধভাবে সম্ভবত বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে পাচারকারীরা নিয়ে এসেছিল। তবে এর পেছনে কারা জড়িত রয়েছে তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।

প্রেসক্লাবের নির্বাচনে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ- র ইস্তেহার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: প্রেসক্লাবের নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ- র উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভের ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়।

এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক শাণিত দেবরায় বলেন, বর্তমানে যে কমিটি প্রেসক্লাব পরিচালনা করছেন তারা সঠিকভাবে প্রেসক্লাবকে চালনা করতে পারেননি। তারা ব্যর্থ হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময় থাকার পরেও সাংবাদিকদের সুবিধার্থে এবং তাদের হিতে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তাই সাংবাদিকদের যাবতীয় দিক বিবেচনা করে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ নির্বাচনে জয়ী হলে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

এদিনের ইস্তেহারে সাংবাদিকদের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

ইস্তেহার সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে তিনি জানান, মহিলা সাংবাদিকদের জন্য আলাদা বসার রুম প্রদান করার ব্যবস্থা করা হবে। হঠাৎ অসুস্থ এবং দুর্ঘটনা গ্রস্থ সাংবাদিকদের জন্য ৫০০০ টাকা আপতকালীন আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। প্রেসক্লাব সদস্যদের গ্রুপ ইন্সুরেন্স চালু করা হবে। প্রত্যেকটি সংবাদমাধ্যমে এক এক্রেডিয়েশন কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও আর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ। সাংবাদিকদের সুবিধার্থে ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান উপস্থিত প্রতিনিধিগণ।

নেশাবিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য রাজাপুর এডিসি ভিলেজের স্থানীয় লোকজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: রাজ্য সরকারের নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে ব্যর্থ হয়ে পরছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। মহকুমার পুলিশ আধিকারিকে নেশাকারবারীদের সমস্ত বিবরন জানানোর পরেও নেশাবিরোধী অভিযানে তিনি অনিহা প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ স্থানীয় লোকজনদের। অবশেষে পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে সরকারের উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে রাজাপুর এডিসি ভিলেজের লোকজনেরা নেশাবিরোধী অভিযানে নামেন।

এলাকার স্থানীয় লোকজনেরা একজোটহয়ে নেশাবিরোধী অভিযানে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির নামাকরন করা হয় মহিলা একসান কমিটি। এই কমিটি গঠন করার কিছু সময়ের মধ্যে সকলের একান্ত প্রচেষ্টায় বেশকিছু নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য অর্জন করে স্থানীয় লোকজনেরা। এরই মধ্যে বুধবার বীরচন্দ্র নগর এলাকায় অটোচালক রাজু দেবনাথের বাড়ীতে নেশাবিরোধী অভিযান চালায় স্থানীয় লোকজনেরা। এই অভিযানে প্রচুর পরিমানে নেশাসামগ্রী উদ্ধার করাহয়। নেশাসেবনকারীদের আটক করে তদন্তক্রমে একের পর নেশাকারবারীদের কাছ থেকে নেশাসামগ্রী উদ্ধার করছে স্থানীয় লোকজনেরা। এই সকল বিষয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপি দের্বমাকে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা। ঘটনার সাথে জরিতদের আটক করতে অক্ষম পুলিশ।

পুলিশের এই ধরনের কার্যকলাপে দিনির পর দিন পুলিশের উপর আস্থা হারাচ্ছে স্থানীয় লোকজনেরা। সকলে চাইছে মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপি দের্বমার পরিবর্তে অন্য একজন সৎ পুলিশ আধিকারিককে শান্তির বাজারে নিয়েআসাহোক। যাতে করে রাজ্য সরকারের উদ্দ্যোশ্যকে সাফল্যমন্ডীতকরে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করা যায়। এখন দেখারবিষয় রাজ্যসরকার ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এইবিষয়ে কিপ্রকার পদক্ষেপগ্রহনকরে।

কৃষ্ণপুরে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি দলত্যাগ সভায় বিরাট অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। বিগত সরকারের প্রশাসনিক দুর্নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে এবং বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক নীতির প্রতি আস্থা রেখে সিপিআইএম ও কংগ্রেস ছেড়ে একাধিক সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেছেন। মঙ্গলবার আয়োজিত এক বিশাল দলত্যাগ সভায় ৪৮ পরিবারের ১২৫ জন ভোটার বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন।

ত্রিপুরার অন্যতম প্রত্যন্ত এলাকা ১৮ মুড়া পাহাড়ের ৪৩ মাইল এলাকায় বিজেপির ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। মন্ত্রী ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস সহ বিজেপির অন্যান্য কর্মকর্তারা। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নই বিজেপির মূল লক্ষ্য। বিগত সরকার যেখানে জনজাতিদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, সেখানে বর্তমান সরকার নাগরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।' স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই দলবদল বিজেপির জন্য বড় রাজনৈতিক সাফল্য। জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির নেওয়া নানা পদক্ষেপই এই দলত্যাগের মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সভায় উপস্থিত বিজেপি নেতারা জানান, ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ সংখ্যায় মানুষ বিজেপির ছত্রছায়ায় আসবেন এবং রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ নতুন রূপ নেবে। এদিনের দলত্যাগ অনুষ্ঠানে এক সাক্ষাৎকারে বিজেপি নেতারা বলেন, জনজাতিদের কল্যাণে বর্তমান সরকার কাজ করছে। জনমুখী সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গোটা রাজ্যজুড়ে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে, বিশেষ করে আঠারমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী জনজাতিদের জন্য।

১৫ এপ্রিল থেকে ঐতিহ্যবাহী বিসি কোতাল মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ এপ্রিল: ঐতিহ্যবাহী বিসি কোতাল মেলা ২০২৫ আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে সাতচাঁদ ব্লকের কালীবাজার এডিসি ভিলেজের দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। মেলা চলবে ১৭এপ্রিল পর্যন্ত। এই উপলক্ষ্যে গতকাল সাতচাঁদ ব্লকে এক প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ। সভায় সিদ্ধান্ত হয় মেলার প্রতিদিন জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। প্রস্তুতিসভায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বিডিও অনুপম দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

নিহত লরি চালক রাকেশ দেবনাথের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ এপ্রিল: সড়ক দুর্ঘটনায় লরি চালক রাকেশ দেবনাথের মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও শোকজ্ঞাপনের জন্য সমস্ত লরি চলাচল বন্ধ রেখে শ্রমিকরা এক স্মরণ সভায় মিলিত হন।

গত ৩১শে মার্চ মলয়নগর এলাকায় বালি বোঝাই লরি নিয়ে রাস্তার পাশে অন্তত ৪০ ফুট নিচে পড়ে গিয়ে রাকেশ দেবনাথের করুণ মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় আহত হন আরও তিনজন, যারা বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রাকেশ দেবনাথের অকালপ্রয়াণে বুধবার সকালে কাঞ্চনমালা, যুগলকিশোর নগর এবং গাবর্দির সমস্ত লরি চালক ও শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে কাঞ্চনমালা লক্ষীছড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকায় এক স্মরণ সভার আয়োজন করেন। এসময় তারা রাকেশ দেবনাথের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে আর্থিক সাহায্যের আহ্বান জানান। স্থানীয় প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট মহল এই দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনে নিহত চালকের পরিবারের জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas